



কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ গ্রহণ বাড়াতে রাজ্য সরকার আসন সরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। পলিটেকনিক, আইটিআই ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে মেয়েদের জন্য ২০ শতাংশ আসন সরক্ষিত থাকবে। ... বিস্তারিত পাতা ৩



জলপাইগুড়ির মেটেল রকের শালবাড়ি মো। সংলগ্ন খরিয়ার বন্দর বস্ত্রি এলাকায় রান্নাঘরের বারান্দায় টেবিলের নিচে থেকে উদ্ধার চিতাবাঘের শাবক। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাড়ির লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে.... বিস্তারিত পাতা ৫



বিহারে বাবা ব্রহ্মেশ্বর স্থান মন্দির কমপ্লেক্সে উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। তিনি শনিবার বিহারের বঙ্গার জেলায় অন্তর্গত বাবা ব্রহ্মেশ্বর স্থান মন্দির আবাসনের উন্নয়ন কাজের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেছেন। .... বিস্তারিত পাতা ৬



ব্যাট হাতে জ্বলেউঠেছিল, এবার বল হাতে জ্বলে উঠলেন বাংলার বোলাররা। বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গিয়েছিল ৪০৫ রানে। দ্বিতীয় দিনের শেষে অসম ব্যাট করতে নেমে বিপর্যস্ত। দ্বিতীয় দিনের শেষে অসমের রান ৮ উইকেটে ৯৯। ...বিস্তারিত পাতা ৮

## বিশেষ বেঞ্চে এসএলপি দাখিল অভিষেকের, মামলায় পার্টি হতে চান



নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টের যে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে, তার অর্ডার কপি বা নির্দেশনামায় নাম রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শনিবার তাই বিশেষ বেঞ্চে স্পেশাল লিড পিটিশন (এসএলপি) দাখিল করেছেন অভিষেক। মামলায় পার্টি হতে চান তিনি। অভিষেক এই মামলায় পার্টি হতে চান বলে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছেন তার

আইনজীবী অভিষেক মনু সিংহ। তিনি উল্লেখ করেন, অভিষেকের বক্তব্যও শোনা হোক। এই আবেদন প্রসঙ্গে বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, বিচার ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা যে চলছে, তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। এই ইস্যুতে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মল্লভানুও। তাঁর দাবি, শাসক দল বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন।বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি সৌমেন সেনকে রাজনৈতিক মনতপুষ্ট বলে উল্লেখ করেন। অর্ডারে বিবেক্ষারক সব অভিযোগ সামনে আনেন তিনি। সেখানেই উঠে আসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। প্রসঙ্গত, বিচারপতি বনাম বিচারপতি সংঘাতের জেরে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলার শুনানি চলছে, তার মধ্যেই এবার বিশেষ আবেদন জানানলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের সিদ্ধল বেঞ্চ ও বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া অর্ডারকে ধীরেই বিতর্কের সূত্রপাত। সেই ইস্যুতে স্বতঃপ্রসঙ্গিত হস্তক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

## শুরু হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়া, অনুরতকে লক্ষ পাতার নথি

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : গরু পাচার মামলার পুনরায় বিচার পর্ব শুরু হতে চলেছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই শুনানি শুরু হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অনুরত মণ্ডলের কাছে এক লক্ষ পাতার নথি পাঠান সিবিআই। বীরভূমের তৃণমূল নেতা ছাড়া আরও ১২ অভিযুক্তকেও নথি পাঠানো হয়েছে বলেই সিবিআই সূত্রে খবর। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুরত মণ্ডলকে গরুপাচার মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। আসানসোল সিবিআই আদালতে প্রথমদিকে এই মামলা চলে। অনুরত মণ্ডল আসানসোলের সংশোধনাগারেই বন্দি ছিলেন। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। তিনাড জেলে আপাতত বরিদ অনুরত মণ্ডল। তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডিও। অনুরতর মেয়ে সুকন্যাও বর্তমানে জেলবন্দি। গরু পাচার মামলায় অনুরত মণ্ডলের বিরুদ্ধে তদন্তের অগ্রগতি কত দূর? তা জানতে সিবিআইকে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে গরু পাচার মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর কথা। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ত্রিবেদী এবং বিচারপতি মিথলের বেঞ্চ ওই নির্দেশ দেয়। গত ২২ জানুয়ারি সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত শেষ। চার্জশিট জমা দিয়ে দেওয়া হবে। সিবিআই জানিয়েছে, মামলার বিচার পর্ব শুরুর আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অভিযুক্তদের কাছে নথি পাঠানো হয়েছে। চার্জশিটের কপি, বিভিন্ন রিপোর্ট-সহ এক লক্ষ পাতার নথি অনুরতের কাছে পৌঁছে দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

## নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মমতাকে চিঠি দিল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ে ন্যায় যাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে পদযাত্রার পোস্টার ছেড়ার ঘটনায় তার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে উদ্বেগ প্রকাশ করে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কে চিঠি দিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। দিল্লি থেকে ফিরে আগামীকাল জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর এলাকা থেকে রাহুল গান্ধীর এই কর্মসূচি শুরু করার যে কথা রয়েছে সেই পদযাত্রা চলাকালীন রাজ্যের ওপর হামলা হতে পারে বলে চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গান্ধী পরিবারের সম্পর্ক বেশ ভালো। চিঠিতে এই কথা উল্লেখ করে রাহুল গান্ধী সহ পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলেছেন সভাপতি। দেশের এক্স মজবুত করতে তিনি মনিপুর থেকে মহারণ্ট পর্বত এই যাত্রা করছেন বলেও সভাপতি জানিয়েছেন।

## ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা ঠিক হয়নি : ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : শাহজাহান অন্তর্ধান রহস্যের এখনও কিনারা হয়ে ওঠেনি। ২২ দিন পরেও সন্দেহখালির বেতাজ বাদশার খোঁজ পাচ্ছেন না তদন্তকারীরা। যদিও সোশাল মিডিয়ায় এখনও সমান ‘একটিড তৃণমূল নেতা। সাধারণতন্ত্র দিবসে পোস্ট করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তা সত্ত্বেও নাকি কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না শাহজাহানের। তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে চলছে জোর চাপানউতোর। এই পরিস্থিতিতেই এবার শাহজাহানের সমালোচনায় সরব ফিরহাদ হাকিম। ইডির উপর হামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যা হয়েছে অন্যা্য হয়েছে। শনিবার সিরিটি শ্বশান সংস্থারের কাজ পরিদর্শনে যান ফিরহাদ হাকিম। সেখানে শাহজাহানের ‘ডেরায় গিয়ে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার প্রসঙ্গ ওঠে। ফিরহাদ বলেন, ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা ঠিক হয়নি। যা হয়েছে, তা অন্যা্য হয়েছে। এর আগে অবশ্য ইডির উপর হামলার ঘটনায় জনরোয়ের তত্ত্ব খাড়া করেছিল শাসক শিবির। ইডিই পুলিশকে না জানিয়ে তদন্তে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছিল। তবে এবার শাসক শিবির অবস্থান বদল করেছে বলেই সরব বিরোধীরা। শাহজাহানকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ ও ইডি, সে কারণেই সন্দেহখালির বেতাজ বাদশার সঙ্গে ঘাসফুল শিবির দুরন্ত বাড়াচ্ছে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে শেখ শাহজাহানের। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেহখালির নরবেড়িয়ায় তাঁর বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। তবে তৃণমূল নেতার খোঁজ পাওয়া যায়নি। ইডির দাবি, তাঁর দৃটি ফোন নম্বরে এধিকারিকদের যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। একটি নম্বর ব্যস্ত ছিল। আরেকটিতে ফোন ধরেন শাহজাহান। ইডি শুনেই ফোন কেটে দেন। আর তার পরই হামলা শিকার হন ইডি আধিকারিকরা। ডাঙচুর করা হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের গাড়িতেও। এর পর গত ২৪ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার শাহজাহানের বাড়িতে যায় ইডি। এখনও খোঁজ নেই শাহজাহানের।

## মেডিকেল ভর্তি দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির নির্দেশে জুগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৬ জানুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেনজির সংঘাতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ। মেডিকেল ভর্তি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্ত-সহ গোটা বিচার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি জুগিতাদেশ দিল আদালত। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি। মামলাকারী, রাজ-সহ সব পক্ষকে নোটিস দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে আপাতত এই সংক্রান্ত গোটা বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে। আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের সিদ্ধল বেঞ্চ কিংবা বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় কোণ্ড পদক্ষেপ করতে পারবে না। কলকাতা হাই কোর্টের মামলাকারী দ্বিষ্টতা সোমেন চাইলে তাঁর মতামত জানাতে পারেন। তিনি চাইলে মামলায় পার্টিও হতে পারেন। রাজের আইনজীবী কপিল সিবল সিদ্ধল বেঞ্চের নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি আদালতে বলেন, ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশিকা কীভাবে এদিকে করে সিদ্ধল বেঞ্চ? খারিজ, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্পেশাল লিড পিটিশন জমা দিয়েছে রাজ। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকেল ভর্তি মামলায় না নিয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে শনিবার মামলা (এসএলপি) করার অনুমতি চান রাজের আইনজীবী। শীর্ষ আদালত মামলার অনুমতি দেয়। ফলে অনলাইনেই মামলা করতে পারবে রাজ। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়,

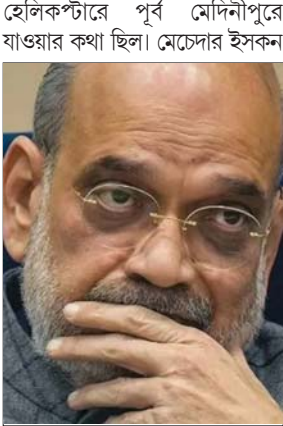
অভিষেক মনু সিংহর মারফত আবেদন জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনজীবী সিংহি জানান, বার বার অহেতুক এই মামলায় অভিষেকের নাম উঠেছে। তাই তাঁর বক্তব্য শোনা হোক। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত আসনে অসংরক্ষিত পড়ুয়া ভর্তির অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন এক ছাত্রী। এই মামলার তদন্তকার সিআইডির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। অর্থা এই মামলায় সিবিআইকে তিনি তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে বলেন। বিচারপতির এহেন বেনজির সংঘাতে শুক্রবার হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়। ওই বিশেষ বেঞ্চে রয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু। শনিবার ছুটির দিনে বিশেষ বেঞ্চের শুনানিতে গোটা বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

গঙ্গোপাধ্যায়কে জানান রাজ্যের আইনজীবী। বিচারপতি মামলার লাইভ স্টিমিং অথবা স্থগিতাদেশের কপি দেখাতে পারেননি রাজ্যের আইনজীবী। কোনও মামলার কপি দেখাতে না পারলে কি তা গ্রহণযোগ্য, পাষ্টা প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এর পরই সিবিআইকে বিচারপতি সমস্ত নথি নিয়ে তৎক্ষণা এফআইআর করার নির্দেশ দেন। পরদিন অর্থা বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌমেন সেনের বিরুদ্ধে বিবেক্ষারক অভিযোগ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বিচারপতি সৌমেন সেন স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন। মামলায় রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকা ব্যক্তির মতো আচরণ করছেন। তাই সুপ্রিম কোর্টে উচিত তাঁর সমস্ত নির্দেশ খারিজ করা। এমনকি বিচারপতি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল, তাও তিনি কার্যকর হবে না বলে জানিয়ে দেন। অর্থা এই মামলায় সিবিআইকে তিনি তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে বলেন।

বিচারপতির এহেন বেনজির সংঘাতে শুক্রবার হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়। ওই বিশেষ বেঞ্চে রয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু। শনিবার ছুটির দিনে বিশেষ বেঞ্চের শুনানিতে গোটা বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

## বাতিল অমিত শাহের বঙ্গ সফর, বিহার নিয়ে ব্যস্ত বিজেপির চাণক্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : আচমকা বাতিল হল অমিত শাহের বাংলা সফর। রবিবার রাতে কলকাতায় আসার কথা ছিল তাঁর। সোমবার একাধিক কর্মসূচি ছিল শাহের। কেন বঙ্গ সফর বাতিল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সে বিষয়ে অবশ্য নির্দিষ্টভাবে কোনও শিবিরের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, বিহারের রাজনৈতিক ডামাডোল নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণেই বিজেপির ‘চাণক্য -২ এই সফর বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, রবিবার রাত ৯টা ৫৫ মিনিট দশমক বিনামবদলের নামার কথা ছিল অমিত শাহের। পরদিন ঠাসা কর্মসূচি ছিল তাঁর। বরানগরের পরন্ত মহামিলন মঠে সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় যাওয়ার কথা ছিল শাহের। সাড়ে এগারোটো নাগাদ কর্মসভা। দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে



কী কারণে সফর বাতিল করা হল, সে বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তবে কি বিহারের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্যস্ত বিজেপি, তুঙ্গ জন্মান। উল্লেখ্য, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে দিয়ে এনডিএ-র হাত ধরা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সব কিছু ঠিক থাকলে রবিবারই বিহারে আবার জেডিইউ-বিজেপি জোট সরকারের ছবি দেখতে পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। বর্তমান আরজেডি-র সঙ্গে জোট ছেড়ে বেরিয়ে এসে নীতিশ বিজেপির সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন-সেই চিত্রনাট্য গত বৃহস্পতিবার রাতেই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ ও জে পি নাড্ডার বৈঠকেই রচনা হয়ে গিয়েছে বলেই সূত্রের খবর। তাহলে বাংলার বদলে বিহারে যেতে পারেন অমিত শাহ, রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা।

## নীতিশ কুমারের ইন্ডিয়া জোট ছাড়া, এনডিএ-র হাত ধরা সময়ের অপেক্ষা

পাটনা, ২৭ জানুয়ারি : নীতিশ কুমারের শিবির বদলের জল্পনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতিতে টানটান উত্তেজনা। রবিবারই নাকি বিজেপির হাত ধরে ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন ‘পপ্টু কুমার’। এই প্রেক্ষাপটে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে আমলাদের বলে খবর। জানা গিয়েছে, শুক্রবার ৭৯ জন আইপিএস ও ৪৫ জন বিহার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের আমলাকে বদলির নির্দেশ জারি করেছে বিহার প্রশাসন। জানা গিয়েছে, স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের এডিজি (অপারেশন) আইপিএস সুশীল মানসিং খোঁপদেকে এডিজি (প্রাইবিশ) পদে বদল করা হয়েছে। ওই পদে থাকা আইপিএস অফিসার অমত রাজকে এডিজি (অপারেশন) পদে বহাল করা হয়েছে। জেহানাবাদের এসপি দীপক রঞ্জনকে বিহার স্পেশাল আর্মড পুলিশের বুদ্ধগয়া বিভাগের কমান্ডার পদে আনা হয়েছে। আরারিয়ার রসপি অশোক কুমার সিংকে পাঠানো হয়েছে সাসারনা। তাঁকেও স্পেশাল আর্মড পুলিশের কমান্ডার পদে বদল করা হয়েছে। নীতিশের ‘ডিগবাজির জন্মানর মানে এহেন রদবদলে

অনেকেই রাজনৈতিক রং দেখছেন। পরিবর্তীতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জেডিইউ ঘৃণা তথা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কি প্রুটি সাজাচ্ছেন? উঠছে এমন প্রশ্নও। বলে রাখা ভালো, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে দিয়ে এনডিএ-র হাত ধরা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে রবিবারই বিহারে আবার জেডিইউ-বিজেপি জোট সরকারের ছবি দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান আরজেডি-র সঙ্গে জোট ছেড়ে বেরিয়ে এসে নীতিশ বিজেপির সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন-সেই চিত্রনাট্য বৃহস্পতিবার রাতেই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ ও জে পি নাড্ডার বৈঠকেই রচনা হয়ে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে, ‘মহাগঠবন্ধন তাওছে জেনেও হাল ছাড়তে নারাজ আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। হ্যাম নেতা জিতনরাম মাঝি যদি মহাগঠবন্ধনে

যোগ দেন, তাহলে তাঁর পুত্র সন্তোষ মাঝিকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হবে। লালুপ্রসাদের তরফে এমনই বার্তা জিতন মাঝিকে পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। শুক্রবার বিকেলেও বিজেপির সদর দপ্তরে

পাটনা চলে গিয়েছিলেন। বিজেপি সূত্রের খবর, বিহারে নীতিশ প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী পদ লাভের পরেই ইন্তফা দেনেন এবং তার পরে বিধানসভায় আস্থা ভোটে বিজেপি জিতনরাম মাঝির সমর্থন নিয়ে আবার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসবেন। নীতিশের সন্তোষ নায়েক দলুজ উপমুখ্যমন্ত্রীও শপথ নেবেন বলেই ঠিক করেছে বিজেপি। শনি ও রবিবারে বিজেপি বিহারের কর্মসমিতির বৈঠক ডাকাও হয়েছে। বিহার রওনা হওয়ার আগে সুশীল দিল্লিতে সাংবাদিকদের বলেন, রাজনীতিতে কোনও রদজাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেবে বলে জানিয়েছেন। এদিকে পাটনায় সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সকালে প্রায় দেড় ঘণ্টা একই মঞ্চে হাজির থাকলেও নীতিশের সঙ্গে একবারও কথা বলতে দেখা যায়নি উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবকে। সন্ধ্যায় রাবড়ি দেবীর বাসভবনে

আরজেডির দলীয় বিষয়কদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। আবার রবিবার নীতিশ নিজের অ্যানে মার্গের বাসভবনে জেডিইউ বিষয়ক দলের বৈঠক ডেকেছেন। দিনকয়েক আগেই নীতিশ রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তিনি যখনই পরিবারতন্ত্র নিয়ে খুব খুলেছেন তখনই বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবার রাস্তা খুলেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এনডিএ ছাড়া, আবার যোগ দেওয়া নীতিশের কাছে নতুন নয়। এর আগেও বেশ কয়েকবার তিনি বিহারে বিজেপির সদ সদ ছেড়েছেন, আবার পরে জুড়েছেন। এদিকে নীতিশের ইন্ডিয়া তাগা জোটের জন্য ধাক্কাই বলা চলে। অবশ্য এটা খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। গত ১৯ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের শেষ বৈঠক থেকেই নীতিশ অংশি ছিলেন। জোটের ‘মুখ তাকে করা হোক, এমনটাই ইচ্ছা ছিল নীতিশের। প্রকাশ্যে নিজে সেকথা না বললেও দলীয় নেতাদের দিয়ে বারবার সেই ‘হাওয়া তুলিয়েই ছিলেন তিনি। ফলে বিহারের রাজনীতিতে ‘পপ্টু কুমার’ হিসাবে পরিচিত নীতিশের দলবদলের সম্ভাবনা আগেই ভেবে রাখা হয়েছিল।

## দুদফার বদলে একদফায় বঙ্গ সফর সারতে পারেন রাহুল

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা,২৭ জানুয়ারি : বাংলায় রাহুল গান্ধীর ‘ভারত জোড়ে ন্যায় যাত্রা’র রাস্তা বদল হল বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেই সঙ্গে এও জানা গিয়েছে,কাটছাট সফরসূচির কথাও। বাতিল ফালাকাটা, ধুপগুড়ি, ময়নাগুরির পদযাত্রার কর্মসূচি। শোনা যাচ্ছে, দুদফার বদলে একদফায় বঙ্গ সফর করতে পারেন রাহুল গান্ধী। তাই প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ কেন এই বদল করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ইন্ডিয়া জোটের টালমাটাল পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জোটসঙ্গীকে হারাতে চায় না কংগ্রেস। আর তাই বাংলায় তৃণমূলকে চিঠি দিয়ে কোনও সূচি রাখতে মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু করেন

বিহারে রবিবার ‘ভারত জোড়ে ন্যায় যাত্রা’র কর্মসূচি জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করেন রাহুল। দুপুরে বাগডোরা বিনাম বন্দরে নেমে সোজা চলে আসবেন জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুরে। সেখানে জাতীয় সড়কের ধারে এক ধারায় মধ্যাহ্নভোজন করবেন কংগ্রেস সাংসদ। সেখান থেকে চলে আসবেন জলপাইগুড়ি শহরের পিডব্লিউ মোড়ে। পুলিশের পরীক্ষা থাকায় আগেই রাহুল গান্ধীর জলপাইগুড়ির কর্মসূচি সমাদ পিছিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, দুপুর দুটোর পর পিডব্লিউ মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু করেন রাহুল। পোস্ট অফিস, থানা মোড় হয়ে কদমতলা মোড় পর্যন্ত পথযাত্রা করে গাড়িতে উঠবেন। সেখান থেকে অসম

মোড়, ফটাপুর, ফুলবাড়ি হয়ে রাহুল গান্ধী পৌঁছে যাবেন শিগুগুড়ি। রাতেই ঢুকে পড়বেন উত্তর দিনাজপুরে। সেখানেই রাতে থাকবেন বলে সূত্রের খবর। আগে ঠিক ছিল, বাংলায় দুদফা কর্মসূচি করবেন রাহুল। এ রাজ্য থেকেই বিহারে ঢুকবেন, ফিরে এসে ফের রাহুলকে জেলায় পদযাত্রা করবেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলেছে। ইন্ডিয়া জোটের শিকড় আলগা হয়েছে। পাঞ্জাবে ‘একলা চলে’ নীতি নিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আশ। বিহারে রাজনৈতিক চেহারা বদলে গিয়েছে। হাত ছেড়ে ফের একবার এনডিএ শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন নীতিশ কুমার বলে খবর মিলেছে। এমন অবস্থায় বিহারে হয়তো ঢুকবে না রাহুলের ন্যায় যাত্রা।

## রাজ্য পুলিশে বেশ কিছু রদবদল করা হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশে বেশ কিছু পুলিশ আধিকারিককে রদবদল করেছে। কলকাতা পুলিশের আওতায় বিভিন্ন থানার মোট ৬০ জন পুলিশ আধিকারিককে বদলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে গতকাল রাজ্য পুলিশের তরফে

রদবদলের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে বিভিন্ন স্তরের ২৮৫ জন পুলিশ কর্মীকে বদলি করা কথা জানানো হয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে এই রদবদল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত

আয়োজিত এক সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে দেয়ার মতো কলকাতা নিরাপদতন্ত্র শহর বলে উল্লেখ করেছিলেন। নতুন ডিভির নেতৃত্বে পুলিশ আরও ভালো কাজ করবে বলে তিনি এই অনুষ্ঠানে জানান বলে খবর মিলেছে।



মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসবেন। নীতিশের সন্তোষ নায়েক দলুজ উপমুখ্যমন্ত্রীও শপথ নেবেন বলেই ঠিক করেছে বিজেপি। শনি ও রবিবারে বিজেপি বিহারের কর্মসমিতির বৈঠক ডাকাও হয়েছে। বিহার রওনা হওয়ার আগে সুশীল দিল্লিতে সাংবাদিকদের বলেন, রাজনীতিতে কোনও রদজাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেবে বলে জানিয়েছেন। এদিকে পাটনায় সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সকালে প্রায় দেড় ঘণ্টা একই মঞ্চে হাজির থাকলেও নীতিশের সঙ্গে একবারও কথা বলতে দেখা যায়নি উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবকে। সন্ধ্যায় রাবড়ি দেবীর বাসভবনে



### হাওড়া ব্রিজের মাথায় ভবঘুরে

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারিঃ শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ হাওড়া ব্রিজের মাথায় উঠে পড়ে ভবঘুরে এক যুবক। চড়ে বসে ব্রিজের মাথায়। খবর পেয়ে স্থানীয় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের সেখানে ছুটে আসে। পুলিশের তৎপরতায় খাবারের টোপ দিয়ে পরে সুরক্ষিতভাবে নামিয়ে আনা হয় ওই ভবঘুরেকে। ওই সময় হাওড়া ব্রিজে যানজটের সৃষ্টি হয়। ওই ভবঘুরেকে কলকাতার দিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বারবার এরকম ঘটনায় তৈরি হয়েছে পথলজ। কিভাবে ওই ভবঘুরে সকলের নজর এড়িয়ে হাওড়া ব্রিজে চড়ে বসল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## রান্না করার সময় বাড়িতে সিলিন্ডার ফেটে দুর্ঘটনায় আহত ১

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারিঃ রান্না করার সময় বাড়িতে সিলিন্ডার ফেটে দুর্ঘটনা ঘটলো হাওড়ায়। ঘটনায় আহত ১। শুক্রবার রাতে হাওড়ার শিপপুরের রামজি হাজরা লেনে ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, রাতে রান্না করার সময় সিলিন্ডার ফেটে ভেঙে পড়ে বাড়ির একাংশ। আহত হন এক ব্যক্তি। উদ্ধার করা হয় তাঁর বৃদ্ধা মাকে। ঘটনার পর আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাওড়া জেলা হাসপাতালে আনা হয়।

### হাওড়ায় পুলিশি বাধার মুখে সুকান্ত



**শ্রেয়া আদক,হাওড়া, ২৭ জানুয়ারিঃ** গত ২৪ জানুয়ারি রাতে হাওড়া ময়দানের কাছে ফাঁসিতলা মোড়ের ঘটনায় সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার দুপুরে হাওড়ায় আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।এদিন আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে এসে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন তিনি। হাওড়া পুরসভার সামনে পর পর দুটি ব্যারিকেড করে তাকে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশ এলাকায় ঢুকতে না দেওয়ায় আহত বিজেপি কর্মীদের নিয়ে আসা হয় হাওড়া পুরসভার গেটের সামনেই। যেখানে তাকে আটকানো হয় সেখানে ১৪৪ ধারা জারি না থাকায় কেন আটকানো হলো সেই প্রশ্ন তোলেন সুকান্তবাবু। সুকান্ত মজুমদারের দাবি যেখানে পুলিশ নিজে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয় সেখানেই ১৪৪ ধারা জারি করে। এই ঘটনাতেও সেটা প্রমাণিত হয়েছে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, যেখানে ১৪৪ ধারা জারি নেই সেখানেও পুলিশ ব্যারিকেড করে তাকে যেতে বাধা দিচ্ছে। আমরাও বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল।

## চিকিৎসা ক্ষেত্রে ১৫ টি বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী এই পাঠ্যক্রম চালু করবে রাজ্য

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য সহায়ক নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার স্বল্প মেয়াদের পাঠ্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গিয়েছে, মোট ১৫ টি বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী এই পাঠ্যক্রম চালু করা হবে। রাজ্য সরকারের উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের অংশ হিসাবে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, যে সমস্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইনে নথিভুক্ত রয়েছে সেখানেই এই ১৫টি কোর্স চালু করা যাবে। সরকারি এবং বেসরকারি দুই ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তবে কোর্স চালু করার আগে রাজ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। তারাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে এই ছাড়পত্র দেবে। এই ১৫টি পাঠ্যক্রমের মধ্যে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক উভয় স্তরের জন্য আলাদা আলাদা পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিছু কোর্সে পড়াশোনার জন্য কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করতে হবে।

মূলত যে সমস্ত কোর্সের জন্য উচ্চমাধ্যমিকে বায়ো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড প্রয়োজন সেগুলি হল-ক্ল্যাব টেকনিশিয়ান, এক্স রে টেকনিশিয়ান, ব্লাড কালেকটর বা রক্ত সংগ্রহকারী-র জন্য সহকারী। এছাড়াও কার্ডিয়াক কেয়ার, হাবপাতাভার প্রশাসনিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহকারীর জন্য যে কোর্সগুলি প্রয়োজন সেখানে এই বায়ো সায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্বল্প সময়ের জন্য এই কোর্স চালু করা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি কোর্সের জন্য আলাদা আলাদা সময়সীমা রয়েছে। তবে ৬৩০ থেকে ৭২০ খণ্ডার মধ্যে হতে চলছে কোর্সগুলি। যারা এই কোর্সগুলি করবেন তাদের তৈরি হবে, প্র্যাকটিক্যাল সহ বাস্তবে কাজ করে তা শেখার ব্যবস্থাও করা থাকবে। মূলত গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসা প্রদানের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের কথা মাথায় রেখে এই কোর্সগুলি চালু করা হয়েছে।



প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের দ্বারীকনগর প্রাথমিক হাসপাতালের মুমূর্ষ রোগীদের ফল দান করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মানবদরদী বিদ্যুৎ কুমার দিল্দা।

# অ্যানুয়াল সেমিনার দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফ ইন্ডিয়া

**বনস্পতি দে, ২৭ জানুয়ারি ঃ** কলকাতা হাওড়া চ্যাপ্টার অন্তর্গত ইনস্টিটিউট অফ কস্ট একাউন্টেন্ট অফ ইন্ডিয়া, (সংসদীয় আইনে তৈরি একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা) এর উদ্যোগে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয় কলকাতার হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলো। সেমিনারের বিষয় ইমারজিং পার্সপেক্টিভ অফ ফাইনাল প্রফেশনাল ফর এ সাসটেইনেবল ইকোনমি। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেন্দ্ৰেশিশ চক্রবর্তী মহাশয় (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয়া দোলা সেন(সংসদ), অনুষ্ঠানে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। মাননীয়



পরিবহন মন্ত্রী প্রফেশনালদের দায়িত্বের কথা প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করেন। হাওড়া চ্যাপ্টারের এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল

## কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ গ্রহণ বাড়াতোে রাজ্য সরকার আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। রাজ্যের সমস্ত পলিটেকনিক, আইটিআই ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে মেয়েদের জন্য ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। একই সঙ্গে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং নদীয়ার কল্যাণী, হুগলির চুঁচুড়া, চন্দননগর ও শ্রীরামপুর মহকুমা ছাড়া জেলাগুলির ক্ষেত্রে সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে দু দফায় কাউন্সেলিয়ার পরও ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি পূরণ না হলে সেগুলিকে সাধারণ আসনে পরিণত করার সংস্থান থাকবে। জিটিএ এলাকার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতেও স্থানীয়দের ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে অন্য এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগও থাকছে। কারিগরি শিক্ষা দফতর সম্প্রতি পলিটেকনিক, আইটিআই এবং ভিটিসিগুলিতে ভর্তি সংক্রান্ত নতুন নীতি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি জারি করেছে। নতুন নীতিতে বলা হয়েছে, যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি হবে। মেধা হবে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। সরকারের নতুন নীতিতে ভর্তির কাউন্সেলিং ও নথি যাচাই করার প্রক্রিয়াও সরল করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট পোটালের মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তির জন্য আবেদন ও ফি জমা দেওয়ার ব্যবস্থাও হবে।এবার থেকে পরীক্ষার্থীদের নথি যাচাইয়ের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট করা হবে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের দূরে যেতে হবে না।

## অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদ করায় মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ মহিলার

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ** শনিবার ‘টক টু মেয়র’ অনুষ্ঠানে ফোন এক মহিলা। এরপর যে অভিযোগ তিনি করলেন তাতে হতভম্ব কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ এক মহিলার। যা শুনালেন মেয়র ফিরহাদ। টক টু মেয়র চলাকালীন ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নাসরিন বেগম ফোন করেন। ফোনে জানান, বেঅইনি নির্মাণের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। তাই তাকে মারা হয়, দাঁত ফেলে দেওয়া হয়। নাসরিন যখন এই অভিযোগ করছেন, টক টু মেয়রের ঘর একেবারে চুপচাপ।

নাসরিন আরও অভিযোগ করেন, তার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অফিসও ভাঙচুর করা হয়েছে। অভিযোগ, ৬৪ নম্বর ওয়ার্ড পার্ক সার্কাসের কডেয়া রোডে বেঅইনিভাবে একটি পাঁচতলা বাড়ি তৈরি হয়। পুরসভা অনুমতি দিয়েছিল তিনতলা পর্যন্ত করার। অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে অভিযোগকারী ভদ্রমহিলাকে মারধর করা হয়, দাঁত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

## রেড রোডের প্রজাতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রা

# এই প্রথম সুযোগ পেল জি আই ট্যাগ প্রাপ্ত জয়নগরের মোয়া, খুশি জয়নগর বাসীরা



জয়নগরের মোয়া উপহার দিন। এতে এই শিল্প বাঁচবে।এই মোয়া বিশ্বের বাজারে এখন জায়গা করে নিয়েছে।তাই রেড রোডের শোভাযাত্রার মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে আরও পরিচিতি বাড়তে সরকারি উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র

# গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা কর্মসূচি উলুবেড়িয়া -১ ব্লকে



**দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ** জেলা গঙ্গা কমিটির হাওড়া জেলা শাখার পক্ষ হতে উলুবেড়িয়া ১ নম্বর ব্লকের উদ্যোগে এবং এর সহযোগিতায় উলুবেড়িয়ার চন্ডিপুর সলিলা গঙ্গা হল ভারতের পুণ্য জাতীয় নদী। এই নদীকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ দেবিজ্ঞানে পূজা করেন। গঙ্গা নদীর ঐতিহাসিক ,সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের ১১ টি রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এই নদীর উপর দেশের ৪০ এর বেশি জনসংখ্যা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। অথচ এই গঙ্গা নদী বিশ্বের পাঁচটি সবচেয়ে দূষিত নদীর একটি। তাই এই গঙ্গাকে রক্ষা করার জন্য প্রথমে ১৯৮৫ সালে গঙ্গা আ্যকনন প্ল্যান চালু হয় ,কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি । তারপর ভারত সরকারের জলশক্তি

## বঙ্গ সফর বাতিল অমিত শাহের

**দূরন্ত বার্তা, মেহেন্দা, ২৭ জানুয়ারিঃ** পূর্ব মেদিনীপুরের মেহেন্দায় আগামী সোমবার সভা করার কথা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের, তার আগেই ইতিমধ্যে প্রস্তুতি পূর্ব প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। যে মাঠে অমিত শাহ সভা করবেন সে মাঠ প্রস্তুত, মঞ্চ তৈরী সহ হেলিপ্যাড ময়দান প্রস্তুতির কাজ চলছিল জোরকদমে। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বের কাছে হঠাৎ খবর আসে করা হয়েছে অমিত শাহের এই সভা। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রথম সভা করতেন অমিত শা, তার আগে হঠাৎই বাতিল হয় মন খারাপ বিজেপি নেতৃত্বদের মধ্যে।

মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল মিশন কর ক্লিনিং গঙ্গা এর মাধ্যমে গঙ্গাকে পুনর্জীবিত ও রক্ষা করতে ২০১৪ সালে নমামী গঙ্গে নামক ফ্লাগশিপ প্রকল্পের সূচনা হয় ।

এই নমামি গঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্যের শাখা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এন জি আর বি এ প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ দ্বারা বাস্তবায়িত হয় ।প্রমাণিত যে শুধুমাত্র মনুষ্য সৃষ্ট বর্জ্যই গঙ্গা দূষণের জন্য ৮৫ দায়ী। বাকিটা কলকারখানার শিল্প বর্জ্য কৃষি কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার নদী কানি বর্জ্য বর্জ্য গঙ্গায় ভাসমান মানুষ ও পশু পাখির মৃতদেহের জন্য দায়ী। তাই আমাদের মৌলিক দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য হল এই পতিত পাবন গঙ্গাকে রক্ষা করা। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন ছাড়াও জেলার এর নেতাল অফিসার শঙ্কলাল চৌধুরী, ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতির ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত স্টাফ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ,কর্মাধ্যক্ষ ও সমস্ত মোহরগণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান , উপপ্রধান এছাড়াও স্থানীয় পরিবেশপ্রেমীগণ ও বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

## নতুন সাজে আত্মপ্রকাশ করল ব্যান্ডেল পুলিশ পোস্ট, উদ্বোধন করেন চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগী

দূরন্ত বার্তা, ব্যান্ডেল হুগলি, ২৭ জানুয়ারিঃ নতুন সাজে আত্মপ্রকাশ করল ব্যান্ডেল পুলিশ পোস্ট। সম্প্রতি ব্যান্ডেল পুলিশ পোস্টের সংস্কারের কাজ শুরু হয়। তৈরি হয় আলাদা আইও অফিস, ডিউটি অফিসারের ঘর, কম্পিউটার রুম, মালখানা, পুলিশ ব্যারাক। নতুন সাজে আত্মপ্রকাশ করল ব্যান্ডেল পুলিশ পোস্ট। সম্প্রতি ব্যান্ডেল পুলিশ পোস্টের সংস্কারের কাজ শুরু হয়। তৈরি হয় আলাদা আইও অফিস, ডিউটি অফিসারের ঘর, কম্পিউটার রুম, মালখানা, পুলিশ ব্যারাক। এছাড়াও প্রস্তুত করা হয় পুরুষ এবং মহিলা দুটি আলাদা হাজতা। একইসঙ্গে খেলার মাঠ থেকে উন্নত মানের ওয়েটিং রুম, বসার জায়গা এবং ময়দান প্রস্তুতির কাজ চলছিল সেরাকদমে। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বের কাছে হঠাৎ খবর আসে করা হয়েছে অমিত শাহের এই সভা। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রথম সভা করতেন অমিত শা, তার আগে হঠাৎই বাতিল হয় মন খারাপ বিজেপি নেতৃত্বদের মধ্যে।

মা দুর্গা ও নারী শক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক বাংলার ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়েছিল। একইসঙ্গে ছৌ নাচ, বাউল গান, জঙ্গলমহলের শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এবছর পাঁচটি নতুন পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে।

এরই পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত জিআই স্বীকৃত পণ্যগুলি নিয়ে এদিন শোভাযাত্রা হয়।এদিনের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন জয়নগরের বিভিন্ন মোয়া ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মোয়ার কারিগররা।

এদিন সমস্ত মোয়া ব্যবসায়ীর সাথে যুক্ত সকলেই যুঁটি পাঞ্জাবি পরে এই রেড রোডের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার ছিলো। কোথাও তে লেখা ছিল আমরা গর্বিত,কোথাও বাংলার ধনা এই জয়নগরের মোয়া। সূত্রের

## নেতাজির ছবির নীচে তৃণমূল কাউন্সিলরের নাম নিয়ে বিতর্ক

দূরন্ত বার্তা, রিষড়া হুগলি, ২৭ জানুয়ারিঃ নেতাজির ছবির নীচে তৃণমূল কাউন্সিলরের নাম আর তা নিয়ে বিতর্ক। বিরোধীদের কটাক্ষ, তৃণমূল আসলে নিজেদের নেতাজি মনে করেন। আর তৃণমূলের দাবি ছাপার ভুল! রিষড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ নগর এলাকার ঘটনা। ২৬শে জানুয়ারি গোটা দেশে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়েছে। তবে এই দিনেও এমন একাধিক ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, যাকে ঘিরে শোরগোল। এবার নেতাজির ছবির নীচে লেখা তৃণমূল নেতার নাম। রিষড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ নগর এলাকায় তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিতে মালা দেওয়া হয়। সেই ছবি ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবির নীচে লেখা ‘রিষড়া ‘কিশোর ঘোষ, পৌর সদস্য’। বিষয়টি চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। শুরু হয় রাজনৈতিক চর্চা। বিরোধী সিপিএম-এর অভিযোগ, এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। ওরা নিজেদেরকেই নেতাজি ভাবে তাই এমন কাজ করতে পারে। যদিও তৃনমূল রিষড়া শহর সভাপতি পুরসভার কাউন্সিলর মনোজ সাউয়ের দাবি, ‘‘ছাপার ভুল হয়েছে। বিষয়টি সামলাতে তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা হেড্রিং ছাপাতে দিলে প্রচারকের মন তলায় লিখতে বলা। এক্ষেত্রেও তাই শুধু প্রচারকটা লেখা হয়নি। যখন দেখা গেল এমনটা হয়েছে, তখন ওই ছবি লাগানো ঠিক হয়নি। যদিও যাকে নিয়ে এত শোরগোল তিনি আর এবিষয়ে কোনও কিছুই বলতে চাননি।

## নেতাজির ছবির নীচে তৃণমূল কাউন্সিলরের নাম নিয়ে বিতর্ক



পোস্টকে থানায় উন্নিত করার আবেদন করা হয়েছে। সেই আবেদন গৃহীত হয়েছে অনেক আগেই। এবার সেই অনুমোদনে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের শিল্পদের পতাকা অপেক্ষমান। এদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের হাতে বই খাতা, পেন্সিল-পেন ইত্যাদি পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেন পুলিশ কমিশনার। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশেষ দিনে খাতা বইয়ের মতো উপহার পেয়ে খুশি তারা। আগামীদিনে তাদের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ বলে উল্লেখ করা হয় এদিনের অনুষ্ঠান থেকে। দেশ এবং দশের উন্নতি ও আগামীর ভবিষ্যৎ এই খুদেরাই, বলা হয় এমনটাই।

# মাদারস মেরি পাবলিক স্কুলের আয়োজনে প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রভাতফেরী ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দূরন্ত বার্তা, কোমগর, ২৭ জানুয়ারিঃ কনাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁশই অটোস্ট্যান্ডের নিকট মাদার মেরি পাবলিক স্কুলে, দিবস উপলক্ষে প্রভাত ফেরী, পতাকা উত্তোলন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। জানা গেছে সরকারিভাবে সার্কুলের উদ্যোগে পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে জেলা হয়ে রাজ্য স্তর পর্যন্ত, সকল ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল অনুষ্ঠান তথা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে বিদ্যালয় মূখী তথা শিক্ষামূলক পারদর্শিতার সাথে, করে তোলার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মাদার মেরি স্কুল। উক্ত দিবসে ভারতবর্ষের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে,মালা প্রদান করে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে। প্রতিবছরই শিক্ষকা তাপসী চৌধুরী,। উপস্থিত ছিলেন কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতি কনিকা ঘোষ (পঞ্চায়েত



উক্ত দিবসে প্রভাত ফেরী পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমন্বিত উদ্যোগী হয়েছিলেন মাদার মেরি পাবলিক স্কুলের সম্পাদক অরুন কুমার মিশ্র। ভারপ্রাপ্তস্কুলের পদক্ষেপে এবং উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি কাঞ্চন মিশ্রা, আয়ুস মিশ্রা, প্রশাসক শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার কুমার মুখার্জি, শিক্ষিকা তাপসী চৌধুরী,। উপস্থিত ছিলেন কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতি কনিকা ঘোষ (পঞ্চায়েত

প্রধান), কানাইপুর পঞ্চায়েত উপ-প্রধান শ্রীযুক্ত ভবেন ঘোষ মহাশয়, পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মহাশয়। বিভিন্ন প্রতিযোগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন রকমের আকর্ষণীয় খেলা যেমন গুলি চামচ, বগা দৌড়, দীর্ঘ লং জাম, চকলেট দৌড়, যেমন খুশি সাজো, বল নিয়ে বুড়ি দৌড় ,আলু দৌড়,অনুষ্ঠিত হয় এই দিনের প্রতিযোগিতায়,যা শৈশবের প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিশেষ রঙিন ইতিবাচক সাক্ষর রেখেছে।

খবর মূলত এই শোভাযাত্রার করার একটাই উদ্দেশ্য মানুষ জনকে পারবেন বাংলার কোন কোন পণ্যগুলি জিআই তকমা পেয়েছে। সেই পণ্যগুলি কোথায় পাওয়া যাবে। এমনকী সেগুলির ইতিহাসও জানা যাবে। আর এদিন এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহন করী জয়নগর ও বহুদূর মোয়া ব্যবসায়ী রাজেশ দাস ও গনেশ দাস বলেন, আমরা আশুত এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে।

জি আই ট্যাগ প্রাপ্ত জয়নগরের মোয়াকে এই শোভাযাত্রায় যোগদান করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। এদিন এই শোভাযাত্রায় জয়নগরের মোয়ার পরেই ছিলো সদ্য জি আই প্রাপ্ত সুন্দরবনের মধুর মৌউলোরা।



## আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫৮ সংখ্যা, রবিবার, ১৩ মাঘ ১৪৩০

## মার্কিন ইউক্রেন মৈত্রী

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে বাইডেনর কথা হয়েছে ডিডিও মারফৎ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে শাস্তির দূত বলে গ্রহণ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যোভাবে ইউক্রেনকে সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছে তা সত্যিকারের প্রশংসনীয়। পুতিন সরকারের মোকাবিলা করার জন্য জাপান কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং ফ্রান্সও রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাশিয়ার কোনও পণ্য ইউরোপের দেশে গ্রহণ করছে না। রাশিয়ার তেল এবং জ্বালানি ব্যবহার করছে না ইউরোপ। তারা এখন আমেরিকার কাছ থেকে তেল এবং জ্বালানি কেনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ইরাক, ইরান থেকে তেল কেনার উদ্যোগ নিয়েছে ইউরোপ। এদিকে ভারতের ওপরে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে দশে গ্রহণ করছে না। রাশিয়ার তেল ইউরোপ ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত। রাশিয়াও খুবই কম দামে তেল দিতে রাজি হয়েছে ভারতকে। তার ফলে ভারতের যে জ্বালানি এবং তেলের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তার কিছু উপশম হবে বলে সরকার থেকে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত সরকার থেকে বলা হয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধটা হচ্ছে দুই শক্তির দেশের স্বার্থের লড়াই। এর মধ্যে ভারত কোনও রকমভাবে থাকতে চায় না। নীতিহীন যুদ্ধে পরিণত হয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধ। মরছে সাধারণ মানুষ। কয়েক লক্ষ লোক ঘরবাড়ি ছাড়া হয়ে রাস্তায় ঘুমাতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব শরণার্থীদের দায় কে গ্রহণ করবে? পোল্যান্ড এর দায় গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছে না। হাঙ্গেরীও এর দায় নিচ্ছে না। আমেরিকার থাণ্ড এবং নিতা প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে শরণার্থীদের জন্য। ভারত সরকার মানবিকতার কারণে খাদ্য সরবরাহ করতে শুরু করেছে। ওষুধ এবং শিশুদের পথ্য দিচ্ছে। মানব করিডর তৈরি করতে ভারত অনুরোধ করেছিল রাশিয়া এবং ইউক্রেন সরকারকে। তার ফলে মানব করিডর দিয়ে বহু লক্ষ্য লোক নিরাপদ স্থানে গিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। এদিকে আমেরিকা ভারতকে খোঁচা গিয়ে কোয়াদের অন্য দেশগুলিকে পাশে নিয়ে ভারতের সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন বাইডেন। মোদি সরকারের রুশ নীতি হচ্ছে স্বার্থপরতার নীতি বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। ভারত সব ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখে বলে সমালোচনা করেছেন বাইডেন। এই প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরেও পড়তে পারে। তখন ভারত কোন ভূমিকা পালন করবে তা এখনই বলতে হবে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে সবাই যদি কোমর বেঁধে না নামে তাহলে তার ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে বলে বাইডেন জানান। এদিকে কোয়াদের জরুরী বৈকি থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধে সবাই মেতে না থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে বেশি করে নজর দেওয়া উচিত। সেখান চিনের সেনারা মহড়া দিতে শুরু করে দিয়েছে। আসলে এই সময়ে চিন কি চাইছে তা পরিষ্কার করে বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে না। চিন শুধু সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করছে। ইউক্রেন যুদ্ধের ফঁকাটা খুঁজে বের করে তারপরে তারা তাইওয়ান দখল নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর সঙ্গে উত্তর কোরিয়া যুক্ত থাকবে। কোয়াদের ঠেঠেকের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছে তা কিন্তু বিশ্ব শান্তির পক্ষে রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু ভারত জাপান এবং ভারত রাশিয়ার যৌথ বিবৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে এক্রের সুর শুনতে পাওয়া যায়নি। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

### যুদ্ধ নয় চাই মানবিক মৈত্রী

পাকিস্তানের নাম করেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্ক এবং উন্নয়নের গতি শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে ভারত কীভাবে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে তার একটি উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, অহিংসাই হচ্ছে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। অহিংসার পরিবেশ তৈরি হলে দেশ এগিয়ে চলতে পারে। অহিংসার পরিবেশ তৈরি হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির বিকাশ লাভ হয়। কিন্তু পাশ্চবর্তী দেশ ভারতকে শাস্তিতে বনবাস করতে দিতে একেবারে অসম্ম। তারা দিনরাত জঙ্গি প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে সীমান্ত দিয়ে। সেনা সমাবেশ করে গোলা বর্ষন করতে শুরু করেছে ভারতের দিকে তাক করে। বহু সেনা প্রতিদিন মারা যাওয়া করে। সীমান্ত সংঘর্ষে আজও কয়েকশো সেনা মারা গিয়েছে। কিন্তু এই সব সেনাদের মারা যাওয়ার কথা ছিল না। সীমান্ত সমস্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে পাশ্চবর্তী। আসলে পাশের দেশের উদ্দেশ্য হল ভারতকে শাস্তিতে থাকতে দেবে না। তারা সব সময়ে ভারতের দিকে তাক করে রেখেছে বন্দুকের নল। বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস বলে মনে করে পাকিস্তান। কিন্তু ভারত দেশখানে বুদ্ধদেবের অসীম বাণীকে প্রধান দিয়ে থাকে। ভারতে টাকার ওপরে অশোকের চিহ্ন। সম্রাট অশোকের অহিংসার বাণীকে সারা পৃথিবীতে প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করে চলেছে ভারত সরকার। সেই কারণে প্রশাসনিক কাজেও সম্রাট অশোকের অশোক শব্দের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। আসলে সম্রাট অশোক চেয়েছিলেন বুদ্ধদেবের অহিংসা বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচার লাভ করুক। সারা বিশ্বে অংিয়ার পরিবেশ তৈরি হোক। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। জঙ্গিরা বিভিন্ন দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। জঙ্গিরা এখন বিভিন্ন দেশ পরোক্ষভাবে প্রশাসন চালাচ্ছে। তারা যা বলছে সরকার বাধ্য হয়ে তাদের কথা শুনছে। না শুনলে তাদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা রচনা করছে। ফলে আজকে বিভিন্ন দেশের প্রশাসন খুব বিপন্ন। এই বিপন্ন পরিবেশ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। তাদের জনগণকে রক্ষা করতে হবে। সরকারকে রক্ষা করতে হবে। দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হবে। দেশের সম্পদ এবং ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে। আসল আজকে মানুষ খুব নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে শুরু করে দিয়েছে। সর্বত্র শক্তি প্রদর্শন করা শুরু হয়েছে। শক্তি কিন্তু সৃষ্টি উৎস হতে পারে না। শক্তি কিন্তু রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারে না। শান্তি এবং অহিংসা পারে একটি রাষ্ট্রকে দীর্ঘজীবী করতে। রাষ্ট্র যদি ভয়মুক্ত হয় তাহলে সেই রাষ্ট্র বহুকাল ধরে জীবিত থাকতে পারে। জার্মানদের হিটলার কিন্তু শক্তি প্রদর্শন করে সারা জীবন ধরে সুখ শাস্তিতে থাকতে পারেনি। তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পন করতে হয়েছিল। কারণ শক্তি কিন্তু বেশি দিন জীবন স্থায়িত দিতে পারে না। শক্তি হচ্ছে একটি অহংকার। অহংকার যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই কিন্তু পতন ডেকে নিয়ে আসবে। আসলে অগ্রয়োজনীয় শক্তির কোনও দরকার নেই। শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেই শক্তিতে মানুষকে কল্যাণ্য ব্যবহৃত করতে হবে। মানব কল্যাণ ছাড়া আর কোনও শক্তি বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। শত্রুা এবং ভক্তির বৃদ্ধি লাভ ঘটাতে হবে। আসলে পৃথিবীকে শক্তিশালী করতে গেলে শান্তির প্রয়োজন। শক্তিশালী করতে গেলে অহিংসার প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু দেশকে একবারে রক্ষা করা অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যারা বন্দুক নিয়ে ক্ষমতার লড়াই করছে তাদেরকে একদিন থামতে হবে।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন যে ঈশ্বর নারীকে একটি শক্তি দিয়েছেন সেই শক্তি হল সাহসের শক্তি।

সহনশীলতার শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে। একটি নারী পুরুষকে পরাস্ত করতে বেশি সময় নোে না। কিন্তু একটি পুরুষ নারীকে পরাস্ত করতে পারে না। তার কারণ নারী শক্তি হচ্ছে অপূরণীয়। অফুরন্ত তার শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে সে যে কোনও সময়ে যে কাউকে পরাস্ত করতে পারে। পরাজিত করতে পারে। নারীরা হচ্ছে শক্তির আধার। তাদেরকে অবহেলা করা একেবারে উচিত নয়।

# ১৪৭ তম জন্মবার্ষিকী ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের আইরন সংগঠক বিপ্লবী পুলিন দাস

রবীন্দ্র কুমার শীল

সবচেয়ে বেশি আমাদের দূর্ভাগ্য যে বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসকে আজকে বাঙালিদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতেহচ্ছে। এর চেয়ে বড় লজ্জা আর হতে পারে না। বাংলা বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা কালে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস। ১৯০০ সালে কলকাতায় সতীশ মুখার্জি এবং নিরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় একটি বিপ্লবী দল ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ প্রতিষ্ঠা হল। এর সঙ্গে যুক্ত হলেন বিপ্লবী বিপিন বিহারী গান্ধুলী। অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কলকাতায় ১৯০২ সালে। ব্যাবিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র সভাপতি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং বিপ্লবী অরবিন্দ ছিলেন সহ সভাপতি। ১৯০৬ সলে ঢাকা অনুশীলন সমিতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন পুলিন বিহারী দাস (১৮৭৭-১৯৪৯)। সেই সময়ে ‘সারথী যুবক মণ্ডলী’ নামে কটুর বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে সশস্ত্র সংগ্রামে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। কলকাতা অনুশীলন সমিতি থেকেও ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্যরা অতি সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এর জন্য পুলিন বিহারী বিপ্লবী চিন্তা কাজ করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্ত আন্দোলন করার মানসিকতা তখনও বাংলা গ্রহণ করেনি। কিন্তু ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করতে গিয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে বাংলা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অনুশীলন সমিতি শুধু কলকাতা এবং ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার বাইরে অনুশীলন সমিতির শাখা বিহারী দফতর খোলা হয়। কাশীতে অনুশীলন সমিতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। তিনি লিখেছেন,“ ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে যে প্রবল স্রোত বহিয়া যায়, সে স্রোত বাংলাদেশের তৈয়্যাকের নদী ন। কত কট্টা বাংলাদেশের অনুকরণে, কত কট্টা বাংলা

অনুপ্রেরণার বশে অখণ্ড ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার ফলে দিল্লি, কাশী নাহোরেও বিপ্লবী কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়” (ভারতের বিপ্লবী প্রচেষ্টা)। পুলিন বিহারী দাসকে বহুবার অনুরোধ করার পর তিনি একটি আত্মজীবনী রচনা করে গিয়েছেন। সেই বইটির নাম হচ্ছে ‘আমার জীবন কাহিনী’। এটি একটি নিঃসন্দেহে অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে বহু অজানা ঘটনার প্রকাশ এই বইটির মধ্যে রয়েছে। বাঙালি এবং বাংলাকে চিনতে গেলে বাংলার ইতিহাস পড়ার যেমন প্রয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনের বাংলার অবদানের কথাও আমাদের জানা উচিত। আজকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমশ ঢাকা বা চাপা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বাংলা যে এক সময়ে মানসিক এবং শারীরিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সব বিপ্লবী আন্দোলনের বাংলার অবদানের মধ্যে থেকে। বাংলাকে মানসিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার উদ্যোগ যেমন গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে ময়দানে নেমে বাংলার যুবকদের শারীরিক এবং মানবিক শক্তি গড়ার দিকে নজর দিতে শুরু করেছিলেন পুলিনী বিহারী দাস। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইরেজ জাত হচ্ছে মানসিক এবং শারীরিক দিক দিয়ে খুবই শক্তিশালী। এর ফলে তারা সারা বিশ্বে জয় করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলার তরুণদের প্রতিটি বাসিন্দাদের সমর্থন থাকতো এবং তারা যদি প্রকাশ্যে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অবতীর্ণ হতো তাহলে কিন্তু বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন যে উচ্চ পর্যায়ের উপনীত হয়েছিল সেখান থেকে ১৯৪৭ সালের আগেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হতো। কিন্তু তা করলে পারলো না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলনে পরিণত হল। তবে বলতে হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সর্বজনীন আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিল। সবাই নিজ বর্ণ জাতির

পুলিন বিহারী দাস তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি। তিনি মনে করতেন বিপ্লবী আন্দোলন করতে গেলে শুধু মাত্র হঠকারিতার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে গেলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিপ্লবী আন্দোলন করতে গেলে তার সূত্র এবং সর্বজনীন শক্তির খুবই প্রয়োজন রয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলন কারো নিজস্ব আন্দোলন নয়। এটা দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার লড়াই। এই লড়াইতে সবার অংশ গ্রহণের খুবই প্রয়োজন। সবাই এর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল একটি সময়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত

ভেদভেদ ভুলে বাংলাকে এক করতে হবে, বাংলার সংস্কৃতিকে ভাগ করা চলবে না এই ধরনের মানসিকতা গ্রহণ করে সারা বাংলা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন মাথা চাড়া দেওয়ার ফলে ইরেজ শাসকেরা পরবর্তীকালে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে। এটা বাঙলির আন্দোলনের বড় জয়। পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার লড়াই। এই লড়াইতে সবার অংশ গ্রহণের খুবই প্রয়োজন। সবাই এর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল একটি সময়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হতে

পারবে। বিশ্বের কাছে স্বগর্বে বলতে পারবে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এটাই হবে ভারতের জনগণের রাজটিকা। এটাই বারবার পুলিনী বিহারী সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে সবার আত্মত্যাগ করার খুবই প্রয়োজন। তার জন্য শারীরিক এবং মানসিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জাত হচ্ছে ইংরেজ। তাদের বিদ্যা বুদ্ধি সেই শক্তির কাজে সবাই পরাস্ত। এই বিপুল শক্তির অধিকারী ইরেজ শাসকেরা হচ্ছে ভারত শত্রু। এদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রবল থেকে প্রবলতর শক্তি অর্জন করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লড়াই করে ভারত থেকে ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা একেবারে অসম্ভব। এই বোধটা কাজ



আন্দোলনে পরিণত হওয়ার ফলে তাকে ইংরেজ শাসকেরা নির্মূল করে দিয়ে পেরেছিল। সাধারণ জনগণ রাস্তায় নেমে আসেনি বিপ্লবী আন্দোলকে সমর্থন করতে। খুবই গোপনে সামান্য কয়েকজন ইরেজ শাসকদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। যদি এর পিছনে বাংলার প্রতিটি বাসিন্দাদের সমর্থন থাকতো এবং তারা যদি প্রকাশ্যে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অবতীর্ণ হতো তাহলে কিন্তু বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন যে উচ্চ পর্যায়ের উপনীত হয়েছিল সেখান থেকে ১৯৪৭ সালের আগেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হতো। কিন্তু তা করলে পারলো না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলনে পরিণত হল। তবে বলতে হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সর্বজনীন আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিল। সবাই নিজ বর্ণ জাতির

# এনডিএ’তে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে নীতীশ কুমারের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে

ফের কি ডিগবাজি খেতে চলেছেন নীতীশ কুমার তা নিয়ে বিহারের রাজনীতি সরগম্বা। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের সম্ভার্য সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রাজকনিকে নেতারা দিল্লি এবং পানীনার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বিজেপি সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে জোট ইণ্ডিয়াতে নীতীশ কুমারকে একপক্ষে করে রাখা হয়েছে। তার ফলে নীতীশ কুমার বলতে গেলে খানিকটা ক্ষুব্ধ। আরজেডি এবং কংগ্রেসের মহাজোট ছেড়ে নীতীশ কুমারের দল এনডিএতে ফিরে আসার জন্য উৎগ্রীব হয়ে রয়েছে। মহাজোটের নেতারা এখনই মুখ দিয়ে কোনও কথা বলতে চাইছেন না। তাঁরা পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছেন। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে নীতীশ কুমার বেশ কয়েকদিন ধরে বেসুদার গাটেতে শুরু করে দিয়েছেন। জোটে তাঁকে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছিল। এই দ্বিহীনতার ভালোভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেননি নীতীশ কুমার। কংগ্রেস দল জোটে প্রধান দল হয়ে রয়েছে। তার ফলে কংগ্রেস থেকে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে তাই জোট ইণ্ডিয়া গুরুত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে জোটে আঞ্চলিক দলগুলির দৈত্যদের কোনও গুরুত্ব থাকছে না। জানতে পারা গিয়েছে যে

সভাপতি সম্রাট চৌধুরীকে অমিত শাহ নিজের বাড়িতে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় বিজেপি দলের সভাপতি জেপি নন্ডাও। তবে বৈঠক থেকে বের হয়ে এসে সম্রাট বলছেন যে নীতীশের ব্যাপারে কোনও কথা হয়নি। লোকসভাভে ভোটার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত আছেন বেতিয়ার বিজেপি



বিধায়ক রেণু দেবী। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন রেণু দেবী। তিনি বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেছেন এনডিএতে যোগ দেওয়ার ব্যাপার নীতীশ প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠছিল। তবে ঠিক হয়েছিল নীতীশ কুমারকে যদি এনডিএতে ফেরানো হয় তাহলে বেশ দরকষাকষি করে কিরতে হবে। হঠাৎ করে এনডিএ ত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং তারপরে আবার জোটে এসে অংশ গ্রহণ করা এই রকম সুবিধাবাদী রাজনীতি থেকে নীতীশকে দূরে থাকতে হবে। এনডিএ নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বিজেপি দল থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিও তারা

## মেডিকেল কলেজ

কলেজটির প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল ১৮২৭ সালে মাদ্রাসা কলেজে। তারপরে ১৮২৭ সালে সংস্কৃত কলেজে রামকুমার সেন, হরিরহ গুপ্ত, হলধর সেন, রাজকৃষ্ণ সেন, রামানন্ড গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, গঙ্গাগোবিন্দ সেন, শিবচন্দ্র সেন, হরিশচন্দ্র সেন, গোবিন্দচন্দ্র সেন ইত্যাদি। এই মেডিকেল কলেজের প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে যোগদান করলেন ডাক্তার মাদ্‌ন্‌ফোর্ড জোসেফ রামলি।

স্বপন কুমার ঘোষ শুধু একজন শিল্পপতি ছিলেন না, তিনি সমাজসেবীও ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক অন্ত্যূহন থেকে শুরু করে সূর্য তরুণ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। দক্ষিণ বঙ্গসার উদয়চন্দ্র স্পোর্টস ক্লাসের সঙ্গে সক্রিয় যুক্ত ছিলেন। তাঁর অকাল প্রাণে ওই অঞ্চলের সর্বস্বতর মানুষেরা গভীরভাবে শোকাক্ত। জন্ম ০৬.১১.১৯৪৭। মৃত্যু ১৬.০১.২৪

করে গিয়েছিল বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের মধ্যে প্রথম থেকেই। তিনি সবাইকে শক্তির সাধনা করতে বলেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল জাতির আন্দোলন নয়। স্বাধীনতা আন্দোলন হচ্ছে বীরের আন্দোলন। সেই কারণে তিনি মহাত্মা গান্ধি মতের সঙ্গে এক হতে পারেননি। তিনি সুভাষ বোসের মতের প্রশংসা করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পুলিন বিহারী দাস সম্পর্কে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন-“Pulin must be laudable man”। কলকাতায় পুলিন বিহারীর সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ‘বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। ১৯২৮ সালে এই সমিতি’ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পরে এটি ‘পুলিন দাসের আখ্যা’ হিসাবে প্রচার লাভ করে। ১৯৩০ সালে কলকাতায় তৎকালীন মেয়র সুভাষচন্দ্র বোস দীর্ঘ মেয়াদি লিজে জমি দিয়েছিলেন এখানে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস এই সমিতির পুষ্টপোষক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবলা বসু সেখানে নারী শক্তি বিকাশের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে দাসার সময়ে ‘বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি’ একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস ভারতের স্বাধীনতা দেখে গিয়েছিলেন। তিনি এই স্বাধীনতা লাভের আশায় তো জীবন ত্যাগ করেনি। সেই কারণে তিনি ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ‘বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি’ প্রাপ্তনে লাল পতাকা উত্তোলন করলেন। তিনি সেদিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করলেন,“ সে পতাকা কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা নয়, প্রকৃত লাল পতাকা।” সমাজবাদী বিপ্লবী সমর বসু লিখেছেন,“ পুলিনবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন আমার জন্মভূমি, আমার ভারতমাতা, ক্ষত-বিক্ষত দ্বিখণ্ডিত এবং রক্তাক্ত কলেশ্বর; সেখানে দেশপ্রেমিকের তা কাম্য হতে পারে না। তাই খণ্ডিত রক্তাক্ত মাতৃভূমির স্বার্থা স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত এই রক্ত পতাকা উজ্জীন থাকবে।” প্রশ্ন থাকছে আজও কী ভারত বাসী যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে? এর উত্তর জনগণই দি়। পুলিন বিহারী দাসের রচিত “আমার জীবন কাহিনী” বইটি প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৮৭ সালে মে মাসে। তারপরে দ্বিতীয় প্রকাশ লাভ করলে ২০২৩ সালে। বইটি

## নতুন ভোটারদের দেশ গড়ার আহ্বান করেন মোদি

পরিষ্কার করে সবাইকে বলে দিলেন যে প্রতিটি ভোট দিতেছে একটি শক্তিশালী অস্ত্র বিশেষ করে গণতান্ত্রিক দেশে। গণতান্ত্রিক দেশে ভোটকে অস্ত্র করে দেশ বিরোধী সরকারকে ধায়েল করা সম্ভব। ভেটের ওপরে আত্মা রাখতে হবে। নির্বাচনকে অবাধ এবং সূষ্ঠ করতে হবে। তবেই দেশের নির্বাচন দেশকে শক্তিশালী দেশে পরিণত করে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যে পরিবারবাদী দলগুলিকে পরাস্তকরতে হবে। তরুণরা যেন বিজেপি ইস্তাহারের নিজেদের প্রত্যাশার কথা লেখেন। ভোটার তালিকায় আসা সদ্য তরুণদের লোকসভায় দলের জয়কে নিশ্চিত করতে বিজেপি দল ‘নব মতদাতা’ (ভোটার) সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। দেশের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে একজন নতুন ভোটারকে সেই সম্মেলনে যোগ দান করে। সেখানে ভার্চুয়াল বস্তুতায় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলছেন পরিবারবাদী দলগুলি যুবসমাজ বিরোধী দল। তারা কনই চায় না দলের রাশ পরিবারের বাইরে থাক। পরিবারের বাইরে তরুণদের রাজনৈতিক দলে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়ানো হয় না। প্রতিটি ভোটিই মূল্যবান। স্থায়ী সরকার গঠন করতে তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তরুণ সমাজকে দেশ গড়াতে আহ্বান করেছেন। তরুণরা যে দেশকে গড়ার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করে তার কথা



তাঁর অকাল প্রাণে ওই অঞ্চলের সর্বস্বতর মানুষেরা গভীরভাবে শোকাক্ত। তাঁর আত্মার প্রতিশ্রুতি করি পাশাপাশি শোকাহত পরিবারকে সমাধেদনা জানায়। বেদ গ্রন্থের শ্লোক বিস্তর করা যেতে পারে প্রার্থনা-” ভূমি আজও আমাদের কাছে সমান ভাবে বিরাজমান। তোমার প্রদর্শিত পথ এবং মত আমাদের চলার পথকে আগামী দিনে আলোকিত করবে বলে বিশ্বাস রেখে চলেছি।

## বাড়ির বারান্দায় চিতাবাঘের শাবক, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, চালাসা, ২৭ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের শালবাড়ি মোড় সংলগ্ন খরিয়ার বন্দর বস্তি এলাকায় রান্নাঘরের বারান্দায় টেবিলের নীচে থেকে উদ্ধার চিতাবাঘের শাবক। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাড়ির লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। এদিন সকালে ওই বাড়িতে চিতা বাঘের শাবকের খবর চাউর হতেই স্থানীয় বহু মানুষের ভিড় উঠে পড়ে পড়ো। বাড়ির মালিক রতন সূত্রধরের কথায়, এদিন সকালে বাড়ির লোকজন চিতা বাঘের শাবক টিকে ঘিরে বারান্দায় টেবিলের নীচে ঘোরাসেফা করতে দেখে। গত কয়েকদিন ধরেই রাতে বাড়িতে লাগাতার হামলা চালাচ্ছে চিতাবাঘ। বাড়ি থেকে কুকুর, মুরগি, ছাগল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চিতা বাঘের শাবকটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য খবর দেওয়া হয় বনদপততরের খুনীয়া স্েয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে সেটিকে খাঁচাবন্দি করে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই চিতা বাঘ ধরতে এলাকায় খাঁচা বসানোয় দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

## রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা ও সভাকে ঘিরে জোরপ্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা ও সভাকে ঘিরে সাজো সাজো রব জলপাইগুড়িতে। ভারত জেলাে ন্যায় যাত্রা করতে জলপাইগুড়ি আসছেন রাহুল গান্ধী। জানা গেছে ২৮ জানুয়ারি বেলা ২ টায় জলপাইগুড়ি পি ডব্লিউ ডি মোড়ে নেতাঞ্জী মূর্তিতে মালাদান করে তিনি পোস্ট অফিস মোড় হয়ে কদমতলায় যাবেন। এবং সেখানে তিনি সভা করবেন। জলপাইগুড়ি সভা সেেরে তিনি সেখান থেকে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন শিলিঘতলা মোড়ে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তিতে মালাদান করে শিলিগুড়ির দিকে চলে যাবেন। এই কর্মসূচিকে সফল করতে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি চালাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। শহরের বিভিন্ন জয়াগায় পথসভায় করা হচ্ছে। পুরো যাত্রাপথ ফ্রেন্ড ও কাঁট আউট দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। জানা গেছে, আগামীকাল জয়রাম রেশন সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের ন্যায় যাত্রার ৬০০ জনের মূল টিম জলপাইগুড়ি ঢেকার মুখে খাভালা ধাবায় দুপুরের আহার সারবেন। সেখানেও রাহুল গান্ধী খাওয়া দাওয়া সারবেন ধরে নিয়ে জোর প্রস্তুতি চলছে।

## পুলিশ কর্মীর আত্মহত্যা, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জানুয়ারি : থানার পিছনে এক পরিতাপ্ত আসনেন এক পুলিশকর্মীর বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ায় ছাত্রনোয়। শোকের ছায়া বাঁকুড়া জেলা পুলিশকর্মী মহলে। শনিবার সকালেই ছাতনা থানার টিক পিছনে একটি পরিতাপ্ত পুলিশ আসনসে এই কনস্টেবলকে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে বুলতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নামিয়ে ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম হরেন্দ্রনাথ বাউরি (৪৬)। বাড়ি পুরুলিয়ায়। মৃত্যু সংবাদ পেয়েই ছাতনা থানায় আসেন মৃতের স্ত্রী দুর্গাদাসী বাউরি ও তার পরিবারের লোকজন। তার স্বামী এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য এখনই কাউকে দায়ী করেন নি মৃতের স্ত্রী। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও পুলিশের তদন্তের উপর তার ভরসা রয়েছে বলে জানান। তবে তিনি মনে করেন ছুটি পেয়ে বাড়ি এলেই আগে যেমন সকলের সাথে আনন্দ মজা করে কাটাতে, ইদানিং কেমন মনমনা হয়ে থাকতেন। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক অশান্তির কারণেই হরেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করেছেন। এবারের পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

## আত্মঘাতী গৃহবধু

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৭ জানুয়ারি : রিষের ১১ দিনের মাথায় শশুরবাড়িতে আত্মঘাতী গৃহবধু ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার আগতিমতী খুন্টি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার পুরীয়াতে মৃত গৃহবধুর নাম রুকশার বেগম , মৃত গৃহবধুর কাকা জানিয়েছেন তবে আমরা ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

# পাঁচাত্তরের বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের ছাত্রীর পদ্মশ্রী প্রাপ্তিতে উচ্ছসিত বিশ্বভারতী



দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৭ জানুয়ারি : জীবন ও সঙ্গীত যেখানে মিলেমিশে একাকার সেই বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের ১৯৭৫ সালের ছাত্রী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবার পদ্মশ্রী প্রাপকের তালিকায়। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বভারতী এই আনন্দের শরিক। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার এই অনন্য সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করেছে বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর

জন সংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, খুবই আনন্দের খবর। উনি আমাদের মোহরদির খুবই স্নেহধন্যা ছিলেন। আমরা সবাই গর্বিত। সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ছিলেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার সহপাঠী। একসঙ্গে দুজনেই সঙ্গীত ভবনে সঙ্গীত চর্চা করেন। বেশ কিছুটা সময় এক সঙ্গে কাটিয়েছেন। পরেও অনেকবার শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সময় এসেছেন বন্যা। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর নাড়ির চান। সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় বলেন, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বিশ্বভারতীতে এসেছিলেন। আমরা সহপাঠী ছিলাম। সেই সময় থেকে ছয় বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন

তিনি। পাঁচাত্তর থেকে একাশি পর্যন্ত সঙ্গীত ভবনে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। খুবই কৃতী ছাত্রী। মোহরদির স্নেহধন্যা কৃতী ছাত্রী ছিলেন। শুধু মোহরদি না, নীলীমা সে , বাচ্চুদি, গোয়াদা, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের স্নেহধন্যা ছিলেন। এখন তো তাঁর সুনাম জগজোড়া। তাঁর পদ্মশ্রী প্রাপ্তিতে আমরা গর্বিত। খুবই আনন্দের খবর। খুবই খুশির খবর। তিনি কাজের মধ্যে রয়েছেন। অনুষ্ঠান করছেন। তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সুরের ধারা আছে। আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি। আমার খুব ভালো লাগেছে। আমার সহপাঠী ছিলেন তিনি। সে সময় সঙ্গীত ভবন নক্ষত্র খচিত ছিল। আরেককনের নাম মনে পড়ছে। তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তিনি হলেন সারিমা পারাভিন। সেদিনগুলো ছিল অসাধারণ। সে

## অবশেষে সব জল্পনার অবসান, ২৯-এর শাহী সভাতেই বিজেপিতে দিব্যেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ জানুয়ারি : অবশেষে সব জল্পনার অবসান। ২৯ জানুয়ারি অমিত শাহের সভারতেই পদ্ম শিবিরে যোগদান করতে চলেছেন দিব্যেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর এমনই। আগামী ২৯ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের মেহেদোয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা। সেই সভাতেই এতদিনের জল্পনা-বিতর্ক সবার অবসান ঘটবে তৃণমূল কংগ্রেসের তলমুক সাংসদ তথ্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে খবর। যদিও গেরুয়া শিবিরে যোগদান প্রসঙ্গে দিব্যেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, সময় কথা বলবে। তবে শাহের সভায় দিব্যেন্দু অধিকারীর পদ্ম শিবিরে যোগদান-ই বড় চমক হতে চলেছে বলে খবর। জেলার রাজনৈতিক মহল এখন সরগরম সেই চর্চায়। প্রায় দু বছর ধরে দল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দিব্যেন্দু অধিকারীর কোনও সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অনেক কটাক্ষ, চাপানুউতর চলে। এরপর গত ২২ জানুয়ারি সস্ত্রীক রামের আরাধনা করতে দেখা যায় দিব্যেন্দু

অধিকারীকে। রামমন্দির উদ্বোধন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রামের পূজার আয়োজন করেছিল বিজেপি। বিজেপি আয়োজিত সেই পূজা মন্ডপে রাজ, কেন্দ্র ও জেলা স্তরীয় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে গেরুয়া বসন ও

তিলক ধারণ করে আড্ডা দিতে দেখা যায় দিব্যেন্দু অধিকারীকে। এমনকি জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতেও শোনা যায় তাঁকে। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। এরপরই ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, অবশেষে দিব্যেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যোগদানে শিলমেহর পড়তে চলেছে। রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিন শিব মন্দিরেও ঘণ্টা বাজিয়ে আরাধনা করেন দিব্যেন্দু অধিকারী।

দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় প্রাধান্য করেন বলে জানান তিনি। দিব্যেন্দু অধিকারী সেদিন বলেন, হানাহানি হিসা-বিদেহ বন্ধ হোক, দেশ আরও এগিয়ে যাক। সেদিন ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি মিছিলও। যে প্রসঙ্গে দিব্যেন্দু বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে করুক, সকলের অধিকার আছে। সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি।

## বিজেপি নেতাদের হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জানুয়ারি : বিজেপি নেতাদের হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির। গ্রামে ঢুকতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি, জুতার মালা পড়ানোর নিদান। এদিন বক্তব্য রাখার সময় আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উন্নয়নমূলক কাজ করছে তখন অন্যদিকে বিজেপিরা পশ্চিমবঙ্গটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তারা চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গটাকে কবিরে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। ভারতবর্ষের ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। জেনে রাখো বিজেপির বন্ধু নরখাদকের দল, মানুষ হত্যাকারীর দল, নরখাদক যেমন মানুষের রক্তের



জন্ম ঋঁ ঋঁ করে বিজেপির ওই বড় নরখাদক আর কিছু দালাল পুথিছে পেছিমমুখের বুকে যারা গিয়েছে তুমুখ দেখায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে। সেই নরখাদক জেনে রাখো তৃণমূল - কংগ্রেস কর্মীরা তোমাদের ওই দাঁত- হাত- পা ভেঙে চুরামার করে দেবে। আগামী দিনে প্রত্যেকটা নরখাদকের দাঁত ভেঙে দেব আমরা। গরিব মানুষের স্বার্থে লড়াই হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখাবে গোটা ভারতবর্ষকে। আমরা দেখছি লোকসভা ভাটেই এখানকার

এমপি নতুন করে নেমে গেছেন রাস্তায়। গ্রামে গ্রামে ফুলের মালা গলায় পড়ছেন। কিছু মানুষকে আগে গেয়েছি টাকা দিয়ে দিচ্ছেন বলছেন তোরা ফুলের মালা তৈরি করে রাশিস আমি যখন গ্রামে ঢুকবো তখন পড়িয়ে দিবি। ট্রিভিতে দেখাবো আর বলবো গ্রামের মানুষ আমাকে খুব ভালোবাসে। জেনে রাখুন এমপি বাবু জেনে রাখুন বিজেপির বন্ধুরা খাটতে খাটতে ১০০ দিনের কাজে গরিব মানুষের পায়ের জুতোটা শেষ হয়ে গেছে সেই গরিব মানুষের পায়ের জুতার মালা পরানো হবে।

## হাতির হানায় দেওয়াল চাপা পড়ে আহত তিন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : হাতির হানা অব্যাহত মালবাজার মহকুমায়। এবার হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল ঘরবাড়ি। একটি বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে আহত হলেন তিন ব্যক্তি। গতকাল, শুক্রবার রাতে মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের কৈলাসপুর করোনা লাইনের ঘটনা। এলাকার বাসিন্দা ললিতা ওরাও বলেন, বুধবার রাতে একটি হাতি চা-বাগানে প্রমিক মহল্লায় ঢুকে দাঁড়ি বাড়ি ভেঙে দেয়। তারা সাত্বে ১১টার দিকে অপর্যাপ্ত জঙ্গল দেখে হাতিটি খাবারের খোঁজে কৈলাসপুর চা- বাগানে ঢুকেছিল। হাতিটি মিনু মায়ি ও পরান ওরাওদের বাড়ি ভাঙচুর করে। জানা গিয়েছে, শ্রমিকেরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন অপর্যাপ্ত জঙ্গল থেকে হাতি এসে এই দুটি বাড়িতে হামলা চালায়। হাতির ধাক্কায় কংক্রিটের দেওয়াল পড়ে যায় ঘুমন্ত মিনু মায়ি

পরিবারের সদস্যদের উপর। ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। দেওয়াল ভেঙে পড়ার শব্দে পালিয়ে যায় হাতিটি। এদিকে, হাতির হানায় একই পরিবারের ৬ জন আহত হওয়ার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। তারা দেওয়ালের ভেঙে পড়া অংশ সরিয়ে তাদের কৈলাসপুর চা-বাগান হাসপাতালে নিয়ে যান। হাতির হানায় আহতদের নাম অমিতকৈত মায়ি, বনশী মাঝি, আয়ুষ মাঝি। মাথায় চোট পেয়েছে বনশী মাঝির আয়ুষ মাঝি। এভাবে হাতির হানায় পুলিশের কাঠামবাব্দি রেঞ্জ অফিসে এসে ক্ষোভ জানান। অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি, রাতে টহলদারি দাবিও জানিয়েছেন চা-শ্রমিকেরা। বন দফতরসূত্রে জানা গেছে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হবে।

## নবজাতকের দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য ফুলবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : এক নবজাতক শিশুর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ীতে। জানা গেছে, শনিবার সকালে ফুলবাড়ীর মহানন্দা নদীর তীরে মাছ ধরতে গিয়ে এই নবজাতকের দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় কিছু শিশুরা। এরপরেই তারা আশেপাশে মানুষদের খবর দিলে এলাকার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা খবর দেয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এরপর পুলিশ নবজাতকের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : রেশন মিলছে না এই অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ গ্রাহকদের হলদিবাড়ি তারালপাড়া এলাকায় রাস্তা অবরোধ গ্রাহকদের। বেশ কয়েকটি রেশন মিলছে না বলে অভিযোগ। রেশনের বদলে দেওয়া হচ্ছে কুপন। আর কুপন দেওয়া পুরোপুরি বৈইআইনি বলে টেলিফোনে জানান এক খাদ্য দপ্তরের অধিকারিক । ক্যান্সাররা সামনে হাতজোর করে রেশন ডিলারের ডুল শিকার। রেশনের দাবিতে গ্রাহকদের বিক্ষোভ অবরোধ। তাদের দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসে সমস্যার সমাধান না হলে লাগাবার অবরোধ চলেবে বলে গ্রাহকরা জানান। আরোদের ফলো তীব্র যাজকটের সৃষ্টি হয়। ঘন্টা খানেক পর ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ আসলে আলোচনার পর অবরোধ উঠে যায়।

সময় আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল সুন্দর সম্পর্ক। শিক্ষক - শিক্ষিকার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের একটা সুন্দর সম্পর্ক ছিল। আমরা তাদের এতো স্নেহ পেয়েছি। তাদের এতো কাছের ছিলাম, তারা বুঝতেই দেন নি যে তারা কত বড়ো মাপের মানুষ। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার কাছে শান্তিনিকেতন ছিল স্বপ্নের জায়গা। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন ৭২-এ, ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন ৭৫-এ। এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। তিন-চার মাস ক্লাস করার পর আইসিসিআর স্কলারশিপ পান। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স করার জন্য সেটি দেওয়া হয়। তাতে শান্তিনিকেতন আসা আরও সহজ হয়ে যায়। কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব কাছের মানুষ ছিলেন বন্যা। আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে বঙ্গভূষণ সম্মানে ভূষিত করেছে।

## বাঁকুড়ায় চালু টোটে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম



দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জানুয়ারি : টোটে চলাচল নিয়ে জেরবার সাধারণ মানুষ থেকে প্রশংসা। এবার টোটে নিয়ন্ত্রণে জেলা পুলিশ ও পৌরসভার উদ্যোগে চালু হোল টোটে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ২৬ জানুয়ারি বঙ্গবিদ্যালয় মাঠ থেকে আনুষ্ঠানিক মহলে পূর্ণাঙ্গ এটি সিস্টেম এর সূচনা করেন পৌরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার। বাঁকুড়া শহরে চলাচলকারী সমস্ত টোটেতে বিশেষ ছিট আর কোড যুক্ত নম্বর স্টেট লাগানো। বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই সিস্টেম প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার বেভের তেওয়ারী জানান টোটে তে লাগানো কিউ আর কোড যুক্ত থাকায় কোথায় কত টোটে রয়েছে, কোথায় নিয়ম লঙ্ঘন করে যানজট করছে কি না ইত্যাদি বিয়গুন্ডলি যেমন ট্রাফিক পুলিশের নজরে থাকবে তেমনি যে কোনও যাত্রী টোটেতে উঠে কিউ আর কোড এর ছবি তুলে নিলেই টোটে সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন, কোনও কিংবা টোটেতে ফেলে গেলে, কিংবা অসদাচরণ করলে পুলিশকে অভিযোগ জানালে তৎক্ষণাত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। পৌরপ্রধান অলকাসেন মজুমদার বলেন, বাঁকুড়া শহরে আনুমানিক একহাজারের অধিক টোটে রয়েছে। এবার থেকে সমস্ত টোটেটিকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তখনই বিশেষ নম্বরস্ট্রেট দেওয়া হবে। শুধুমাত্র শহরে বসবাসকারী টোটে। মালিকদেরই রেজিস্ট্রেশন করা হবে। রেজিস্ট্রেশন ব্যাতিত কোনও টোটে। শহরে চলাচল করতে পারবে না।

## চাঁদার জুলুমে নাজেহাল এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : সামনেই সরস্বতী পূজো। আর তার আগেই প্রজান্তে দিবসের দিন দেখা গেল জলপাইগুড়ির একাধিক জায়গায় চাঁদার জুলুম। যদিও এই দৃশ্য প্রত্যেক দিনের বলে ভাবি স্থানীয়দের। কার্যত জ্বরবলষ্টি ভাবেই তোলা হয় চাঁদা এই এলাকায়। মূলতঃ পিকনিক স্পট গুলোতে যাওয়ার রাস্তাফেই এই চাঁদা তোলা হচ্ছে। যার ফলে একাধিক মানুষকে হেগোণ্ডি শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ এদিন বেলোকোবা থেকে গজলডোবা যাওয়ার পথে একাধিক জায়গায় চাঁদার জুলুম দেখতে পাওয়া গেছে। চাঁদা না দিলে রাস্তা আটকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একাংশ যুবদেরও বিরুদ্ধে। ঘটনায় প্রশান নিচুপ থাকারও অভিযোগ তুলছে স্থানীয় বাসিন্দারা। ভোগান্তির শিকার যেসকল মানুষের, তাঁরা দ্রুত পুলিশের হস্তক্ষেপের দাবী জানিয়েছেন। যদিও জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার উমেশ গনপত জানান, টেলিফোনে জানান হয়েছে এই ঘটনার খবর। ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বোদাগঞ্জ বাজার থেকে টাকিমারী হয়ে গজলডোবা যাওয়ার দীর্ঘ পথ ১০-১২ কিলোমিটার রাস্তা হেহোল। তার উপর চাঁদার জুলুম। ফলতঃ নাজেহাল সেই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

## বেহাল জাতীয় সড়কের কারণে দুর্ঘটনার মুখে পড়ল পণ্য বোঝাই লরি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জানুয়ারি : বেহাল জাতীয় সড়কের কারণে দুর্ঘটনার মুখে পড়ল পণ্য বোঝায় লরি । শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে



হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কনুয়া এলাকার ৮-১ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুই সেনের জাতীয় সড়কের একদিকে রাস্তার কাজ দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে সেই বেহাল রাস্তা দিয়েই ভারী নান বা হ ন কে চলাচল করতে

হচ্ছে। এদিন কনুয়া রহমতপুর এলাকার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি পণ্যবোঝাই লরির আচমকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টিয়ে যায়। তাতে ওই চালক জখম হয়। স্থানীয়রা ছুটে এসে লরি চালককে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগে, দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় সড়ক সংস্কারের কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। যার ফলে এই এলাকার ৮-১ নম্বর জাতীয় সড়কে মারোমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। এদিন সকালে একটি পণ্য বোঝায় লরি ডালগোলা থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরে আসছিল। কনুয়া রহমতপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেই লরিটি উল্টে যায়। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছে ওই গাড়ি চালক। দ্রুত এলাকার জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি মালদায় কর্মরত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

## অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : ‘মেট্রো রাইড কলকাতা’ অ্যাপটি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীদের সক্ষম করার জন্য, মেট্রো অফিসার এবং কর্মীরা নিয়মিত বিবর্তিতে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করছেন। উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক ফিল্ডগুলি (কীভাবে এই গ্রাহক বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয়) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ সম্পর্কে সচেতন করতে উত্তর-দক্ষিণ (ব্লু লাইন) এবং ইস্ট-ওয়েস্ট (গ্রিন লাইন) মেট্রোর সমস্ত স্টেশনে আজ, অর্থাৎ ২৭.০১.২০২৪ তারিখে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্পগুলি মেট্রোর যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কেনার জন্য বিকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

## মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক তৎপরতা শুরু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালদা সফরকে ঘিরে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক তৎপরতা। শ ন ি ব া র দু পূ রে মুখ্যমন্ত্রীর এই স ফ র কে ি ঘ রে হেলিকপ্টারে মালদা দেওয়া হ লে া ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীও ঘুরে দেখেন সভাস্থল। তিনি বলেন, আগামী ৩১ জানুয়ারি



পরিদর্শন করেন। ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীও ঘুরে দেখেন সভাস্থল। তিনি বলেন, আগামী ৩১ জানুয়ারি

উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে সফর শেষ করে দুপুর ১২ টা নাগাদ হেলিকপ্টারে চেপে মালদা শহরের নবাবকানন্দ যুব ক্রীড়া ময়দানের নবাবকানন্দ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে শনিবার দুপুরে হেলিকপ্টার মহড়া দেয়। ওই মাঠে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া ও পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন সকাল থেকে চমম প্রকৃতি শুরু হয় কলকাতা জুড়ে। প্রকৃতি শুরু হয় মালদা জেলা ক্রীড়া মাঠে। সন্ধ্যা ময়দান ও পার্শ্ববর্তী ময়দানে। তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল।

## আবারও সিকিমে তুষারপাতের সম্ভাবনা, কুয়াশার দাপট থাকবে

## উত্তরবঙ্গের জেলায়

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : জানুয়ারি শেষ প্রান্তেও গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে শীতের দাপট অব্যাহত রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে সম্প্রতি সিকিমে তুষারপাত হবার সম্ভাবনা রয়েছে হতে পারে বৃষ্টিপাত। এছাড়া দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকা গুলিতে ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তুষারপাত হলে স্বাভাবিকভাবেই সমতল এলাকা গুলিতে তাপমাত্রা নেমে যাবে। জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকেই রাজ্যজুড়ে উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গে এবারে শীতের দাপট অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন জেলাগুলিতে সকাল থেকেই কুয়াশার দাপট সাথে কনকনে উত্তরা হাওয়া, ঠান্ডায় জুঁথিখুঁ দুত্তরবঙ্গ। প্রসঙ্গত আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে আরো জানানো হয়েছে, আগামী ক কয়েকদিন জলপাইগুড়ি ,শিলিগুড়ি ,কোচিহাবার সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে কুয়াশার দাপট বজায় থাকবে।

## পুকুরে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : পিকনিকে থেকে বাড়ি ফেরার পথে পুকুরে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। গতকাল পুকুরে তলিয়ে যাওয়ার পর আজ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। গতকাল ২৬ জানুয়ারি উপলক্ষ্যে নকশালবাড়ির চেক্সা নদীর পাড়ে পিকনিকের আয়োজন হয়েছিল আর সেই পিকনিক থেকে বাড়ি ফেরার পথে পুকুরে তলিয়ে যায় ব্যক্তি। প্রত্যক্ষদর্শী জানান পুকুরে ডোবার সময় চিংকার করতেনি কয়েকজন খোঁজাখুঁজি করে। এদিন মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় মনিরামের জাবরা ডিভিশন সংলগ্ন চেক্সা নদী এলাকার এই ঘটনার পর আজ বিপায় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা উদ্ধার কাজ শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা টিম। মৃতের নাম বন্ডি গোয়াল। ঘটনাস্থলে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তি ড স্থানীয়দের। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>পূর্ব রেলওয়ে</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>টোভার নোটিস নং. ই-৪৮৯জি-০৯/২৩-২৪ (৪৪৯), তারিখঃ ২৪.০১.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস মালেকার, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা। ওয়ার্কস, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৫৩০৪৫ কর্তৃক ওয়েবসাইট <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a>-এর মাধ্যমে পণ্যগত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সমর্থন সহ স্বাম্যমান টেন্ডারদের নিম্নে থেকে যারা অতীতে অনুরূপ প্রকৃতির কাজ সম্পাদন করেছেন বিবেচিত রেলওয়ে/সিপিডব্লিউ/পিডব্লিউ/চেস বা অন্য কোনো মালিক স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। <b>টোভার নং. ভূটটি-১৭-২৩-২৪। কাজের নামঃ</b> স্কোপিএব্লু-ডে - সি আন্ড ড্র কামপ্লে-এর ই-মার্ভিউ, ই-ইনক্ইউ, লোকো, ফ্রেম, ডিই-ইউ/ই-ভার্সি পিওএইচ এবং আউটরিটা প্রভাবিত ট্রান্সফর, পিট-লাইন, লোকো-মেকো, রাস্তা ইত্যাদির বঙ্গবন্ধুরী বন্যা/জলাভাব্য এড়ানো ড্রেনগুলির সমোত/পুনঃ-কৃতি। <b>টোভার নম্বরঃ</b> ২৭.০১.২৩.২৪.০১.০০.০০/১। <b>এরও ইনসু কারার তারিখ থেকে কাজ সম্পন্ন করার সময়ঃ</b> ১৬.০২.২০২৪। <b>টোভার তারিখ ও সময়ঃ</b> ১৬.০২.২০২৪। <b>টোভার পূর্ব ২টো ৩০০ মিনিটের</b> ১৭ রেলওয়ে রোড, পূর্ব ২৪.০১.২০২৩/সিই-১/সিটি/৬৩/জি/সি/পিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২৩-র মাধ্যমে জারিঃ ৩১.১২.২০২৩। <b>সর্ব প্রথম যেকোন কাজের</b> টোভারের জন্য ই-মার্ভিউ (যেমন অর্থ) না নেওয়ার কান নিশ্চি দেওয়া ছিল কিন্তু, আজ পর্যন্ত এই ধরনের আর কোন নিশ্চি দেওয়া না থাকায়, ই-মার্ভিউ সিইমেন্ট ফ্রেমত দেওয়া হয়েছে। কাজের পরিসর শুধুমাত্র নিশ্চিত। তাই, অনুরূপ কোম্পানি ই-টেন্ডার স্টেশন (বাইডারসিপিনে) অফিসে <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a>-এ বিবর্তিত থাকা যেতে পারে। <b>বাইডারদের মোহরা</b> টোভার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য যে সময়ে পাওয়া যাবে কিন্তু অলস জমা দেওয়ার কোনো না। <b>প্রস্তাব ওয়া দেওয়ার মোহরা</b> দরপত্র মোহরা পূরণের দিন আগে, যে সময়ে দরপত্রাদাতারা তাদের অফার জমা দিতে পারবেন। টেন্ডার এবং নথির সম্পর্ক বিশদ <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a> ওয়েবসাইট থেকে দেখা ও পাওয়া যাবে। টোভার ১৬.০২.২০২৪ তারিখে দুপুর ২টায় বন্ধ হবে এবং উদ্ভূত কর্মীদের উপস্থিতি ও নেট আক্রেসিবিলিটিতে একই তারিখে ঊর পরে দরপত্র শোলা হবে। <b>MISC-24/5/2023-24 টোভার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট</b> <a href="http://www.e.railindianrailways.gov.in">www.e.railindianrailways.gov.in</a>। <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a>-এও পাওয়া যাবে।</div> |
| <b>আলো জরুরে কুনঃ</b> <a href="https://www.facebook.com/etEasternRailway">@EasternRailway</a> <a href="https://www.facebook.com/etEasternRailway">@etEasternRailwayheadquarter</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><b>ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ <b>টোভার নং. এসএফএম-২৩-ওপিইআর-স্যাড প্ল্যাট-বি। কাজের নামঃ</b> স্টিল ফাউন্ডি/সিলডব্লু/সিআরও-ডে-ডে আউটসাইড এজেক্টার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# বিহারের বাবা ব্রহ্মেশ্বর স্থান মন্দিরের উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার

পাটনা, ২৭ জানুয়ারিঃ বিহারে বাবা ব্রহ্মেশ্বর স্থান মন্দির কমপ্লেক্সে উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। তিনি শনিবার বিহারের বঙ্গার জেলার অন্তর্গত বাবা ব্রহ্মেশ্বর স্থান মন্দির আবাসনের উন্নয়ন কাজের প্রথম পর্যায়ে উদ্বোধন করেছেন। এছাড়াও তিনি উন্নয়নমূলক কাজের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভিত্তিপ্তর স্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বাবা ব্রহ্মেশ্বর স্থান মন্দিরে বিহার রাজ্যের মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী মন্দির পরিদর্শন করেন এবং মন্দির চত্বরের পাশে অবস্থিত পুকুরও ঘুরে দেখেন। তিনি বলেন, আজ ৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাবা ব্রহ্মেশ্বর স্থান মন্দিরের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। মন্দির



চত্বরক ঘিরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে এবং মন্দির চত্বরের পাশে ৫ একর জমির ওপর অবস্থিত প্রাচীন পুকুরটিও সংস্কার

করা হয়েছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের জন্য শৌচালয়

ব্রহ্মেশ্বর স্থান মন্দিরে ভক্তদের অনেক সুবিধা হবে। তিনি বলেন, আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাবা ব্রহ্মেশ্বর স্থান মন্দিরের দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ভক্তদের বিপুল ভিড়ের কারণে এই প্রকল্পের আগতায় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরও দুটি গেট নির্মাণ, সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ, পশ্চিম দিক থেকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, বিদ্যুতের ব্যবস্থা ও আলোকসজ্জা ইত্যাদি করা হচ্ছে। নীতীশ জানান যে এই কাজগুলি সমাপ্ত হলে মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে এবং ভক্তদের অনেক সুবিধা হবে। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে বাবা ব্রহ্মেশ্বরনাথ মন্দিরের প্রতীক উপহার দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবেকে সম্মানিত করেন।

## ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৭ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। মালিগাঁওয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রীড়া সংস্থা কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। রেলওয়ে আধিকারিক ও তাদের পরিবারদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে পতাকা উন্মোচন করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেনন কুমার শ্রীবাস্তব। আরপিএফ, টেরিটোরিয়াল আর্মি, সিভিল ডিফেন্স এবং ভারত স্কাউটস ও গাইডসের দ্বারা অনুষ্ঠিত মার্চ-পার্ট পরিদর্শন করেন জেনারেল ম্যানেজার। এছাড়াও প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনেই যথা তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার ও কাটিহারে পালন করা হয়। ডিভিশনগুলিতে রেলওয়ে আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররা। অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে জেনারেল ম্যানেজার রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের অভিনন্দন জানান।এছাড়াও তিনি বিগত কয়েককালসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অর্জিত কর্মদক্ষতা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে রোগীদের সুবিধার্থে মালিগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে সম্প্রসারিত ও পুনর্নির্মিত ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট এবং পুনর্নির্মিত মেম্বর অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী



চেনন কুমার শ্রীবাস্তব। এনএফআরডব্লিউডব্লিউও-এর প্রেসিডেন্ট শ্রীমতি শালিনী শ্রীবাস্তব মালিগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে আয়ুষ ও আরইএলএইচএস ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন। জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেন যে ২১ জোড়া ট্রেনে স্থায়ীভাবে ১১৫টি অতিরিক্ত কোচ সংযুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ৭৮১২টি বার্থ সংযোজন হয়েছে। ৮ জোড়া ট্রেনে ৯৬৬টি কোচ অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড হ্রাস করতে স্পেশাল ট্রেনের ৫৬৫ ট্রিপ চালানো হয়েছে। যাত্রীদের দাবি পূরণের লক্ষ্যে ২০টি স্টেশনে নতুন স্টপেজ প্রদান এবং

হস্পিটালিটি খণ্ডকে চাঙ্গা করতে ১৪টি কোচ রেস্টুরেন্ট চালু করা সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন যে ২০২২-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২৪.১৯ মিলিয়ন টনের তুলনায় ২০২৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫.১২ মিলিয়ন টন পণ্যসামগ্রী আনলোড করা হয়েছে, যার বৃদ্ধি হয়েছে ৩.৮৪ শতাংশ। এছাড়া ৩২টি স্টেশনে ট্রেন ইন্ডিকেনর, কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড এবং প্যাসেঞ্জার ইন্ফরমেশন সিস্টেম এখন চালু করা হয়েছে এবং পণ্য ট্রাফিকের পাশাপাশি অতিরিক্ত ট্রাফিক পরিচালনার জন্য ১১টি নতুন টার্মিনলে যোলা হয়েছে এবং ৩৮টি গুডস টার্মিনালে দিনরাত

চরবিশ ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানান জেনারেল ম্যানেজার।

সুরক্ষা ও পরিচালনা দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে, জেনারেল ম্যানেজার আরও উল্লেখ করেন যে সমন্বয়বর্তিতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ৭২টি মেলএক্সপ্রেস ট্রেনের গতি বাড়ানো হয়েছে। ৫৮টি স্টেশনে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন ও আলার্ম সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং ৮২৫টি এলএইচবি কোচে, ১৪৭টি পাওয়ার কারে এবং ৬৮টি প্যাস্ট্রি কারে আগুন প্রতিরোধী ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার আরও বলেন যে ইনস্ট্রন ডিটেকশন সিস্টেমের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত ১৪১ কিমি রক কেশন আওতাভুক্ত করা হয়েছে এবং ২০১৭ সাল থেকে ১৬৮৭টি হাতির প্রাণ রক্ষা করা হয়েছে। ভাষণে জাতীয়আন্তর্জাতিকস্তরে সুনাম অর্জন করা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রীড়াবিদদের সম্পর্কে জেনারেল ম্যানেজার বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। কমনওয়েলথ গুয়েটলিফিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী এবং সোনার পদক জয়ী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রীড়াবিদ পূপি হাজরিকা এবং নুরুপমা দেবীর কৃতিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে পদকজয়ী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাইক্লিস্ট, অ্যাথলেটিক্স ও সার্টারকদের কৃতিত্ব সম্পর্কেও উল্লেখ করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উইমেন'স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা মালিগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন।

# প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার

**সৌরভ দত্ত, ২৭ জানুয়ারিঃ** প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার । জরায়ুতে ক্যানসার রোগ বাসা বেঁধেছিল তাঁরা। দীর্ঘ দুরছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। শেষে শনিবার দুপুরে হার মানলেন মারণ রোগের কাছে। চলে গেলেন না ফেরার দেশে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ কলকাতায় টালিগঞ্জে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেত্রী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তাঁর মত দাপুটে অভিনেত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টলিউড। তাঁকে বাংলার স্বর্ণযুগের অভিনেত্রী বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাজ করেছেন বাংলা থেকে শুরু করে হিন্দি বিনোদনিয়ার বিভিন্ন নামীদামি অভিনেতাদের সঙ্গে। শ্রীলা মজুমদার যে, টলিউডের ব্যতিক্রমী অভিনেত্রী, তা বোধহয় আর আলাপ করে বলায় প্রয়োজন পড়ে না। মুগাল সেনের হাত ধরে মাত্র ১৬ বছর বয়সে অভিনয় করিয়ার শুরু করেন শ্রীলা। তারপর থেকে একের পর এক ছবিতে নিজের অভিনয়গুণে মুগ্ধ করে গিয়েছেন অভিনেত্রী।নাটকের মহড়া থেকে শ্রীলা মজুমদারকে প্রথম আবিষ্কার করেন মুগাল সেন। ১৯৮০ সালে তাঁর ছবিতেই সিনেজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। আর শ্রীলার শেষ সিনেমা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পালান’। এ যেন একেবারে বৃত্তপূরণ। শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শাহ, সিম্রতা পাটিলের সঙ্গেও কাজ করেছেন শ্রীলা মজুমদার। ২০০৬ সালে তিনি ‘চোখের বালি’ সিনেমায় ঐশ্বর্য রাই



বচ্চনের জন্য বাংলায় ডাবিংও করেছিলেন তিনি। টলিপাড়ার অনেকেরই অক্ষেপ, এত দক্ষ অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও যোগ্য জায়গা পাননি বলে। একেবারে নিঃশব্দেই চলে গেলেন । তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে পরশুরাম, এক দিন প্রতিদিন, অকারোহ সন্ধান, খারিজ, চোখ, আরোহণ, মাল্পি, শংকর মুদি, দামুল, ফিরিয়ে দাও প্রভৃতি।শেষবেই হারিয়েছিলেন বাবা রামচন্দ্র মজুমদার। না ননী মজুমদার একাই বড় করে তোলে শ্রীলাকে। তিনিই যেন ছিলেন অভিনেত্রীর একমাত্র বন্ধু। মাকে কেন্দ্র করেই যেন অবস্থিত ছিল তাঁর জীবন।স্মৃলে পড়াকালীনই বাচিক শিল্পী হিসাবে কাজ করেছেন শ্রীলা। তাঁর কণ্ঠ শোনা যেত একাধিক

জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনে। অভিনয় টানত না তাঁকে। আলোকবৃত্তের বাইরেই যেন স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি।মুগাল সেনের হাত ধরে অভিনয় জগতে আসেন শ্রীলা। কিংবদন্তি পরীচালকের ‘পরশুরাম’ হাত ধরে অভিনেত্রী হয়ে ওঠেন তিনি। তার পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ‘একদিন প্রতিদিন’, ‘খারিজ’, ‘চোখ’, ‘মাল্টি’-র মতো বিখ্যাত সব ছবিতে শ্রীলার অভিনয় শিল্পী হিসাবে তাঁরে আরও এগিয়ে দেয়।মুগাল সেন থেকে শ্যাম বেনেগাল, অপর্পা সেন, বিখ্যাত সব পরিচালকদের পছন্দের তালিকায় শ্রীলার নাম থাকত শীর্ষেই। প্যারালাল ছবির পাশাপাশি বাণিজ্যিক ছবিতেও চটিয়ে অভিনয় করেছেন। অঞ্জন চৌধুরীর ‘পূজা’, হরনাথ চক্রবর্তীর ‘প্রতিবাদ’ গৌতম

## অভিমনে আত্মঘাতী নাবালিকা ছাত্রী

**দুরন্ত বার্তা, চুঁচড়া হুগলি, ২৭ জানুয়ারিঃ** কোন দিখেছিল স্কুলের ‘দিদি’ খানিক আপত্তি জানিয়েছিল পরিবারের লোকজন। অভিমনে আত্মঘাতী নাবালিকা। হুগলির চুঁচড়ার একটি স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত ওই ছাত্রী। সূত্রের খবর, ওই নাবালিকার সঙ্গে তার স্কুলেরই আর মেয়ের পরিসয় হয়েছিল। যদিও সেই মেয়েটি তার থেকে কয়েক ক্লাস উঁচুতে পড়ত। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গঢ়া হতে শুরু করে। বন্ধু বলেই পরিসয় দিত সকলের কাছে। বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। ক্রমেই তা বাড়তে থাকে। ছাত্রীর পরিবারের লোকজন জানাচ্ছেন, বয়সে বড় হলেও বন্ধু বলেই পরিচয় দিত মেয়েটিকে। তাঁরা ভাবতেন একইসঙ্গে পড়াশোনা করতেই বারবার বাড়িতে আসত মেয়েটি। শুরুতে কিছু সন্দেহ না হলেও ধীরে ধীরে তাঁরা বুঝতে পারেন দুই মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। অন্যরকম কিছু একটা আছে। পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হতেই তাঁরা মেয়েটিকে তাঁদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করে।

## হাস্তু লেকের জল জমে বরফ, ভিড পর্যটকদের

**সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি :** প্রতিকৌশী রাজ্য সিকিম্‌য়ে ব্যাপক ঠান্ডা পড়েছে এবার। রীতিমতো তুষারপাত এর ঘন ঘটেছে।গত তিনদিন থেকে একেবারেই তলনিতে নেমে গেছে তাপমাত্রা। সিকিম্‌য়ের বিভিন্ন এলাকায় তুষারপাতের ঘটনার খবর শুনতেই ভীড় করছেন অনেক পর্যটকই। অনেকেই সিকিম্‌য়ে তুষারপাতে ঘন্টার সাক্ষী হতে পাড়ি দিচ্ছেন। হাস্তু লেকের জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে, সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করছেন অনেকেই। সিকিম্‌এন শুণ্ডই পর্যটকদের ভিড হোটেলগুলিতে তিল ধারনের জায়গা নেই। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর সূত্র জানানো হয়েছে আবারও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সিকিম্‌য়ে। বেশকিছু রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি বরফের চাদরে আবৃত হয়ে পড়েছে। দারুন সুন্দর লাগছে জায়গাগুলিকে, আর এই দৃশ্যই উপলব্ধি করতে প্রচুর পর্যটক সিকিম্‌য়ে পাড়ি দিচ্ছেন। সিকিম্‌য়ে পর্যটকদের কাছে স্বর্ণরাজ্য হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই প্রচুর পর্যটকের আগমন ঘটছে। পর্যটন বাবসারীদের মুখে হাসি ফুটেছে।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I ATANU AMALKRISHNA MONDAL, R/O VILL KHAMARCHANDI CHOWDHURI PARA, HARIPAL, HOOGHLY -712405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATANU MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT ATANU AMALKRISHNA MONDAL AND ATANU MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I KAKALI ATANU MONDAL, W/O ATANU MONDAL, R/O VILL KHAMARCHANDI CHOWDHURI PARA, HARIPAL HOOGHLY -712405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAKALI MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT KAKALI ATANU MONDAL AND KAKALI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I GOSHTHA PRASAD ROY, S/O LATE BIHARILAL ROY, R/O VILL TAJPUR, PO RAJARAMPUR, PS MAHISHADAL, EAST MEDINIPUR, PIN-721628, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOSTHA PRASAD ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT GOSHTHA PRASAD ROY AND GOSTHA PRASAD ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I SASADHAR MANDAL, S/O LATE KAMAL MONDAL, R/O AG-337, HANA-PARA KRISHNAPUR, PS BAGUIATI, BIDHANNAGAR-700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SASADHAR MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 25/01/2024, THAT SASADHAR MANDAL AND SASADHAR MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I MD MUKUL BAIDYA &amp; MD MUKUL HAQUE BAIDYA &amp; MUKUL BAIDYA &amp; MUKUL HAQUE BAIDYA, S/O ABDAR RAHAMAN BAIDYA, R/O MURARISHA PURBA PARA,P.S HASNABAD, PIN-743456, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKUL HAQUE BAIDYA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, MD MUKUL BAIDYA &amp; MUKUL BAIDYA AND MUKUL HAQUE BAIDYA SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I, (Old Name) MD NAJMUL HOSSAINS/o-ABUL SAI, Residing at Vill- Ngharia, Post- Ngharia, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from: MD NAJMUL HOSSAIN To MD NAJMUL HOSSAIN SAI (New Name) and hence forth I Shall be Known as (New Name) MD NAJMUL HOS- SAIN SAI in all purpose VIDE an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 16/01/2024, MD NAJMUL HOSSAIN SAI and MD NAJMUL HOSSAIN both are Same and one identical person.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I, (Old Name) MD ABUL SAI S/o- LATE GEDU SAIN, Residing at Vill- Ngharia, Post- Ngharia, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from: MD ABUL SAI To ABUL SAI (New Name) and hence forth I Shall be Known as (New Name) ABUL SAI in all purpose VIDE an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshid- abad 16/01/2024, ABUL SAI and MD ABUL SAI both are Same and one identical person.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I, (Old Name) MOKBUL HOSSAINS/o- LATE NESH MAHAMMAD, Residing at Vill- Bidhan chandra road gayeshpur, Post- Jhalnigha, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hereby de- clare that I have Changed my name from: MOKBUL HOSSAIN To MAKBUL HOS- SAIN (New Name) and hence forth I Shall be Known as (New Name) MAKBUL HOSSAIN in all purpose VIDE an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshid- abad 16/01/2024, MAKBUL HOSSAIN and MOKBUL HOSSAIN both are Same and one identical person.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I SWAPAN KR MALAKAR, S/O DAYAL MALAKAR, R/O UTTAR AKHRABERIA KASHIPUR, PS MANDIRBAZAR,SUN- DARBAN-743345, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN MALAKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NO- TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT SWAPNA KR MALAKAR AND SWAPAN MALAKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I BIJOYA GUHA, W/O LATE AVIK KAMAL GUHA, R/O SCHOOL PARA, PO KALIYAGANJ, NORTH DINI- JPUR, PIN-733129, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJOYA GUHA, VIDE AN AFFI- DAVIT SWORN BEFORE THE NO- TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT BIJOYA GUHA AND BIJOYA GUHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PER- SON</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I,(OldName) NOWAJ SAHARIF SK S/o- KETAB ALI SK,ResidingatVill- Angapur,Post-Alugram,Ps-Bharatpur,Dist- Murshidabad,Pin- 742301, WestBengal. Do- herebydeclarethatIhaveChangemynamefr- omItoNOWAJSAHARIFSK ToNOWAJSHARIFSK (Newname)and henceforthIshallbeKnownas(Newname)NO WAJSHARIFSK inallpurposeVIDeanaffid- avitSwornbeforethenotaryatBerhampore- Murshidabad16/01/2024,NOWAJSHARIFSK andNOWAJSAHARIFSK bothareSameand oneidenticalperson.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I MIJANUL AZIZ MOLLA, S/O ABDUL HALIM MOLLA, R/O BARADRH, NANDANGATH, PURBA BARD- HAMAN, PIN-713515, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MIJANUL AZIZ MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT MIJANUL AZIZ MOLLA AND MD MIJANUL AZIZ MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I SAZIAAFRIN THANDAR, W/O ENA- MUR RAHAMAN THANDER, R/O MADHYA PANCHUR, PO BID- HANGARH, PS RABINDRANAGAR, PIN-700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAZIA AFRIN THANDER, VIDE AN AFFI- DAVIT SWORN BEFORE THE NO- TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT SAZIAAFRIN THANDAR AND SAZIA AFRIN THANDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I JAKIR SK, S/O LATE SAHARAT SK, R/O MOLLA HAZI BAGAN, PO CHANDANNAGRE, HOOGHLY - 712136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK JAKIR HUSSAIN, VIDE AN AFFI- DAVIT SWORN BEFORE THE NO- TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT JAKIR SK AND SK JAKIR HUSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PER- SON</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I MD AMIR ALI MOLLA, S/O LATE AMIR ALI MOLLA, R/O BARALI, CHAKBARALI, PO + PS BHANGAR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743502, WEST BENGAL, SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS AMIR ALI MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT AMIR ALI MOLLA AND MD AMIR ALI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I SANDIP BALL,SON OF CHIT- TARANJAN BALL, RESIDING AT 31/D/1 HO CHI MINH NAGAR,BE- HALA,PS - PARNASREE,KOLKATA- 700061,WEST BENGAL, INDIA, PARNASREE,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDIP KUMAR BALL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BE- FORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT 10TH COURT, ALI- PORE ON 22/11/2023. THAT SANDIP BALL AND SANDIP KUMAR BALL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTI- CAL PERSON</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I ABDUL RAHMAN,SON OF SALIM MOHAMMED, RESIDING AT 31A,HOSSAIN SHAH ROAD, PO- KHIDDIRPORE PS- EKBALPORE, KOLKATA - 700023,WEST BEN- GAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL RAHAMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024.THAT ABDUL RAHMAN AND ABDUL RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PER- SON.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I MOLLA BULBUL BIBI, C/O SAFIKUL MOLLA, R/O VILL+P O PANITAR, PS B A S I R H A T , NORTH24PARGANAS,PIN-743292, WEST BENGAL, SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS SAFIKUL MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT SAFIKUL ISLAM AND SAFIKUL MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON WHO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I SREEKANTA SARKER, S/O NAGEN- DRA NATH SARKAR, R/O PAR- MADAN NALDUGRI, PS BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS SRIKANTA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB- LIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT SREEKANTA SARKER AND SRIKANTA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> নাম পরিবর্তন</b> <p>অমি,Akbar Ali (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Nazir, টিকানা-1E, Ibrahim Road, P.O.- Khidderpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Wasi Ahmed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Wasi Ahmed (নতুন নাম) এবং Akbar Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> নাম পরিবর্তন</b> <p>অমি,Amal Sahoo (পুরাতন নাম) পিতা Late Bhimcharan Sahoo, টিকানা- Gadadharpur, P.O.- DighaNewtown- shipin, P.S.- Digha, Dist- Purba Medinipur, Pin-72142৪, West Ben- gal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Amal Kumar Sahoo (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Amal Kumar Sahoo (নতুন নাম) এবং Amal Sahoo (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> নাম পরিবর্তন</b> <p>অমি,Phuleshwari Saha (পুরাতন নাম) স্বামী Subash Saha, টিকানা-222223, Acharya Prabulla Chandra Road, P.O.- Shyamabazar, Kolkata-700004, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Phuleshwari Saha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Phuleswari Saha (নতুন নাম) এবং Phuleshwari Saha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> নাম পরিবর্তন</b> <p>অমি, Farid Mollick (পুরাতন নাম) পিতা Jamir Ali Mollick, টিকানা Vill- Purba Saphkali, P.O. PS.- Bishnupur, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, India, আলিপুর(দক্ষিণ ২৪ পরগণা) নোটারি পাবলিক, Dated 2৯.11.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Farid Mollick (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Farid Mollick (নতুন নাম) এবং Farid Mollick (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> নাম পরিবর্তন</b> <p>অমি, Suchi Seth (পুরাতন নাম) স্বামী Saurabh Seth, টিকানা-2018 Iswar Ganguly Street, P.O. P.S.- Kalighat, Kolkata- 700026, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suchi Poddar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Suchi Poddar (নতুন নাম) এবং Suchi Seth (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I MOHAMMAD AZAD KHAN, S/O MO- HAMMAD HASIB KHAN, R/O 94B, EL- LIOT ROAD, PS PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AZAD KHAN, VIDE AN AFFI- DAVIT SWORN BEFORE THE NO- TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT MOHAMMAD AZAD KHAN AND MD AZAD KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I, Goushia Tanveen (old name) W/O Arsalan Shaikh resident of 1/8, Panch Masjid Road, Paschimpara , Thakurpukur Kolkata-700063, West Bengal, INDIA have changed my name to (shall henceforth be known as) Rubina Parvin (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 25/01/2024. Goushia Tanveen and Rubina Parvin both are same and one iden- tical person</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I MD ARIF MONDAL, S/O NASIRUD- DIN MONDAL, R/O VILL &amp; PO KADAMBAGACHHI, PS CHAKDAHA, DIST-NADIA, PIN-741222, WEST BEN- GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARIF MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE L.D. A.C.J.M.II ( 1ST CLASS), AT KALYANI , NADIA ON 18/01/2024, THAT ARIF MONDAL AND MD ARIF MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I SI SAIFULLA,SON OF SK JAMSHER,RESIDING AT MOLLA- PARA,PO-KAZIPARA, MADHYAM- GRAM, NORTH24PARGANAS - 700125,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAIFULLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024.THAT SI SAIFULLA AND SK SAIFULLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I MOHAMMED FARAHIM GAZI, S/O SYED AHMED GAZI, R/O BASIRHAT TRIMOHINI PASCHIM PARA, PS BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743412, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FARAHIM GAZI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT MOHAMMED FARAHIM GAZI AND MD FARAHIM GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I MOHAMMED FARDIN GAZI, S/O MD FARAHIM GAZI, R/O BASIRHAT TRI- MOHINI PASCHIM PARA, PS BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743412, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FARDIN GAZI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB- LIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT MOHAMMED FARDIN GAZI AND MD FARDIN GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I SREEKANTA SARKER, S/O NAGEN- DRA NATH SARKAR, R/O PAR- MADAN NALDUGRI, PS BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS SRIKANTA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB- LIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT SREEKANTA SARKER AND SRIKANTA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I CHIRANJIT SARKER, S/O SRIKANTA SARKAR, R/O PAR- MADAN, NALDUGRI, PS BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS CHIRANJIT SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB- LIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT CHIRANJIT SARKER AND CHI- RANJIT SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I KASHE KARMAKAR,SON OF LATE JUGON CHANDRA KARMAKAR, RE- SIDING AT PURBA P A R A , B A N K I P U R , P S - SINGUR,HOOGHLY-712409, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KASHINATH KARMAKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BE- FORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024.THAT KASHE KARMAKAR AND KASHINATH KARMAKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I AHMED ALI,SON OF LATE ASEED ALI, RESIDING AT BISHNUPUR TOWER PARAP.O.- BIDHNUPUR,PS-MARGRAM,BIRB- HUM 731244,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AHAMMAD ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024.THAT AHMED ALI AND AHAMMAD ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> Name Change</b> <p>I,KASH RAGHAV,SON OF RAJENDRA SINGH RAGHAV, RESIDING AT 2901,TOWER-1,URBANA,783 ANANDA- PUR HIGH ROAD,MADURDAH,PS- ANANDAPUR,KOLKATA</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওপরে অবৈধ ভাবে গড়ে ওঠা দোকানগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করবেন না



অভিযানের মাধ্যমে নিরন্তর এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে চলেছে। খুব সাধারণভাবে যাত্রীরাও নীরবে রেল কর্তৃপক্ষের এই অভিযানে সহযোগিতা করতে পারেন। স্টেশন প্লাটফর্মের উপর গড়ে ওঠা এই দোকানগুলি নিত্যযাত্রীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে থাকে, তাই যাত্রীরা রেল কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত এই ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা না করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিকল্প কোন দোকান থেকে ক্রয় করলে খুব সহজেই এই সমস্যার সমাধান করা যাবে।

## শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ব্যবস্থাপনায় শুরু হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ব্যবস্থাপনায় আজ থেকে শিলিগুড়ির ৪৭ টি ওয়ার্ড নিয়ে ২৭ তম উত্তরগ বার্ষিক ক্রীড়া

প্রতিযোগিতা শুরু হলো। এদিন সকাল থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তবুই স্কুরে মাঠে ও দাদা ভাই মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা, আজ শনিবার এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে আগামীকাল ২৮ জানুয়ারি রবিবার প্রতিযোগিতার শেষ দিন। এদিন সকালে মাচ পাষ্ট ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন হয়। উপস্থিত হয়েছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তির। অন্তত পাঁচ হাজার প্রতিযোগী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে বলে জানা গেছে।

## প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব রেল জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌম্য মাথুর সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

গোরক্ষপুর, ২৭ জানুয়ারি : ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪-এ ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে গোরক্ষপুরের সৈয়দ মৌদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে শ্রীমতি সৌমা মাথুর। রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্সের কর্মীরা, সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশনের সদস্য, রেলওয়ে স্কাউটস অ্যান্ড গাইড এবং নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্কুলের ছাত্ররা কৃচ্চাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌমা মাথুর সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমাদের দেশকে ৭৪ বছর আগে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছিল। আজকের দিনটি আমাদের সকলকে আমাদের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেন যে উত্তর পূর্ব রেল যাত্রীদের নিরাপদ, নিরাপত্তা এবং আরামদায়ক ভ্রমণ সুবিধা প্রদান করছে। এই বছর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি, ৪৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোরখপুর জংগন। রেলস্টেশনের পূনঃউন্নয়নের ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন এবং উত্তর-পূর্ব রেলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে পতাকা ক্রীড়ায় দেওয়া হল। মহাব্যবস্থাপক বলেছিলেন যে তৃতীয় লাইনটি গোরক্ষপুর ক্যান্ট- কুম্দি এবং ছাপড়া কাছারি-ছাপড়ার মধ্যে চালু করা হয়েছিল। গাজীপুর সিটি-তদিঘাট নতুন লাইন এবং ভাটনী-পিতকোল বাই-পাস লাইন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। সারাইয়া-বুড়োয়ালা, আউন্ডিয়ার-সাদত, ভাটনি-পিতকোলা এবং ছাপরা-গৌতমস্থান সেকশনের দ্বিগুণ ও বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

## তেলিয়ামুড়ার কলইপাড়া এলাকায় দুষ্কৃতি হামলা, ১৪টি ঘরে ভাঙচুর, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ২৭ জানুয়ারি : ওয়াংসা গেট আউট, রেড জোন। বাক্যটি পার্বতা রাজা ত্রিপুরার জনজাতি অংশের কবররক ভাঙা যার বাংলা অর্থ বাঙালীরা বেরিয়ে যাও, রেড জোন । এ কথা রাস্তায় লিখে একপ্রকার বার্তা দিয়ে বাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করে রাস্তের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে প্রায় ১৪টি ঘর ভেঙে তরুছক করে দিয়েছে দুষ্কৃতিদের এক চক্র। ঘটনা খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন কলইপাড়া এলাকায় সংগঠিত হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে গাছের লগ ফেলে সড়ক অবরোধের শাশিল হয়েছেন এলাকার বাঙালিরা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লক এলাকার উত্তর প্রমুখাড়ার কলইপাড়ায় শুক্রবার রাত্তে রাস্তায় ওয়াংসা গেট আউট, রেড জোন লিখে সঙ্লিষ্ট এলাকার বাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করে প্রায় ১৪ টি নিনীয়ামাণ সরকারি ঘর ভেঙে তরুছক করে দিয়েছে দুষ্কৃতিরা। শনিবার সকালে এ ঘটনা দেখেন এলাকার বাঙালিরা। এলাকার বাঙালিরা শনিবার সকাল ৯-১টা থেকে ব্রহ্মছড়া- কাকড়াছড়া সড়কে গাছের লগ ফেলে সড়ক অবরোধ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ, ত্রিপ্রা মথা দলের প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের এক মন্তব্যের জেরেই দুষ্কৃতকরীরা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত করেছিল গুড়কের জিজ্ঞাসাবাদ প্রেষ্টো চালিয়ে যাচ্ছে একটি চক্র। পরে এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মোবাইলে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে আশ্বাস দেন, আজকের মধ্যেই ওই এলাকায় একটি নিরাপত্তা টেকি বসানো হবে। মন্ত্রীর কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে সকাল ১১টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

## গোসাঁইগাঁওয়ে গ্রেফতার দুই কেএলও সদস্য, উদ্ধার হাতে তৈরি বোমা

গোসাঁইগাঁও (অসম), ২৭ জানুয়ারি : কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত গোসাঁইগাঁওয়ে নিষিদ্ধ সংগঠন ‘ লিবারেশন অর্গানাইজেশন’ (কেএলও)-এর দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচ কিলোগ্রাম ওজনের একটি হাতে তৈরি বোমা। জানা গেছে, বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে আজ শনিবার গোসাঁইগাঁও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে এক দল সাপকাটা থানাধীন কোকসাগুড়ি পাট-২ গ্রামে অভিযান চালিয়ে রবীন্দ্র বর্মণ এবং প্রসেনজিৎ বর্মণ নামের দুই কেএলও সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। গুড়কের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ দুজনের হেফাজতে মজুত প্রায় পাঁচ কেজি ওজনের একটি হাতে তৈরি বোমা উদ্ধার করেছে। বোমাটি উদ্ধার করে পুলিশ নিরাপদ স্থানে রেখেছে। গ্রেফতারকৃত দুজনকে জঙ্গিপনা কার্যকলাপের সঙ্গে আরও যোগসূত্র খুঁজে বের করতে পুলিশের আধিকারিকরা জেরা শুরু করেছেন বলে জানা গেছে।

## কাঁথা স্টিচের কাজের স্বীকৃতিতে পদ্মশ্রী পেলেন তকদিরা বেগম

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৭ জানুয়ারি : কাঁথা স্টিচের কাজের স্বীকৃতি আদায় করে পদ্মশ্রী পেলেন বোলপুরের জম্বুনির বাসিন্দা তকদিরা বেগম। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এবং বস্ত্র দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। বৃহস্পতিবার মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইল থেকে তাঁকে কোনো জানানো হয় এই সুসংবাদের কথা। দিল্লি থেকে খবরটা শুনে প্রথমে একটু চমকে যান তিনি। তবে তার তিরিশ বছরের কাজের স্বীকৃতি পেয়ে তার চোখের কোণা দুটি ভিজ়ে যায়। তিরিশ বছর ধরে নিজেকে কাজের মাধ্যমে একটু একটু করে গড়ে তুলেছেন সংখ্যালঘু পরিবারের এই মহিলা। বোলপুরের জম্বুনির মাদ্রাসা পাড়ার বাসিন্দা তকদিরা বেগম। এই কাঁথা স্টিচের কাজ করে বিয়ে দিয়েছেন তিন মেয়ের। তাঁর বাবার আদি বাড়ি শ্রীকৃষ্ণপুর এবং পরে জয়কৃষ্ণপুরে তাঁর বাবার থাকতে শুরু করেন। ভেদিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। পঞ্চম শ্রেণিতে সেলাইয়ের ক্লাসে সেলাই ফোর্সের কাজ তাঁকে আকর্ষণ করে। তারপর মায়ের কাঁথা স্টিচের কাজ তাঁকে প্রাণত্যাগ শিক্ষার বাইরে সৃষ্টি শিষ্টই মুগ্ধ করে। তকদিরা বেগমের হাত দিয়ে অনেক তরুণীর সাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তাই অনেকেই কাছে তিনি পথিকৃৎ। পুরাতন কাঁথা স্টিচ থেকে বেরিয়ে আধুনিক ডিজাইনের কলকা ডিজাইনে মোটিফ ফুটিয়ে তোলেন

## কাঁকসার রাজবাঁধে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ জানুয়ারি : স্বাস্থ্য সাধী কার্ডে ভর্তি হওয়ার পর, অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ বেসরকারি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়। অতিরিক্ত টাকা নিয়েও গেছে ভর্তি নেওয়া সহজে না দেওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার রাজবাঁধে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে। ঘটনায় জানা গেছে, চলতি মাসের ২ তারিখ, পেটে অসুস্থ যন্ত্রনার নিয়ে অভ্যলনের উখড়ার গুলজারবাগের বাসিন্দা বছর ৪৭ এর কাজী আনোয়ার হোসেন রাজবাঁধের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। গত ৫ জানুয়ারি গলগড়ারের অস্ত্রোপচার হয় আনোয়ারবাবুর। তারপর

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায়

৮ জানুয়ারি আনোয়ার বাবুকে বর্ধমান হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আনোয়ারবাবুর স্ত্রী পারমানা খাতুন অভিযোগে বলেন, স্বাস্থ্য সাধী কার্ডে ভর্তি নেওয়া সহজেও অতিরিক্ত ২৫ হাজার টাকা ও বিভিন্ন রিপোর্টের জন্য ৬ হাজার টাকা

নেয়। রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হলেও আজও পর্যন্ত অতিরিক্ত ৩১ হাজার টাকার বিল দেওয়া হয়নি। আমাদের ধারণা অতিরিক্ত টাকা নিয়ে অনিয়ম করেছে। এদিকে শনিবার কাঁকসার রাজবাধে বেসরকারি নার্সিংহোমে তুলুল বিক্ষোভ শুরু করে দেয় আনোয়ারবাবুর পরিবার পরিজন। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রশ্ন, স্বাস্থ্য সাধী কার্ডে ভর্তি

## কোচবিহারে একসঙ্গে আইসি বদল ৪ থানার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭

জানুয়ারি : রাজ্যের দুই শতাধিক পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। শুক্রবার সাধারণতন্ত্র দিবসের দিনই বদলির অর্ডার জারি হয়েছে। তাতে কোচবিহার জেলার কেতেয়াসি, হলদিবাড়ি, মাথাভাঙ্গা, সিতাই থানার আইসি সহ বেশকিছু পদে পুলিশ আধিকারিকের বদল ঘটছে। কেতেয়াসি থানার বর্তমান আইসি অমিতাভ দাস বদলি হয়ে জলপাইগুড়ির ট্রাফিক ইন্সপেক্টরের দায়িত্বে যাচ্ছেন। তাঁর জায়গায় আসছেন তপন পাল। তপনবাবু এতদিন কুশামণ্ডির আইসির দায়িত্বে ছিলেন। সিতাই থানার বর্তমান আইসি স্বর্গীণ প্রধান কালিঙ্গপাংয়ের আইসির দায়িত্ব নিচ্ছেন। তাঁর জায়গায় আসছেন দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি ভাস্কর প্রধান বদলি হয়ে শিলিগুড়িতে পুলিশ ইন্সপেক্টরের পদে যাচ্ছেন। তাঁর বদলে মাথাভাঙ্গার আইসির দায়িত্ব নিয়ে আসছেন হেমন্ত শর্মা। হলদিবাড়ি থানার আইসি ডিজি ভূটিয়া বদলি হয়ে জলপাইগুড়ির ট্রাফিকে যাচ্ছেন। তার জায়গায় আসছেন কাশ্যাব রাই।

### দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু মহিলার, পরিবারে শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ জানুয়ারি : শনিবার সকালে ডম্বাছ পথ দুর্ঘটনায় ঘটে মুর্শিদাবাদে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপরে স্কুটি করে বহরমপুর থেকে ফেলার পথে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় রূপালী ঘোষ পদে এক মহিলা। শনিবার সন্ডের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গেছে, বোলভাঙার মহল্লার বাসিন্দা তিনি। তাঁর স্বামীকে স্কুটিতে বসিয়ে বহরমপুরে গিয়ে ছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে সারগাছি এলাকায় ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপরে একটি লরি পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে স্কুটিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রূপালী ঘোষের। যদিও পিছনে বসে থাকা তাঁর স্বামী প্রাণে রক্ষা পান। উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে মর্মান্বদস্তেরে জন্য বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বর্গে পাঠিয়ে। সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

## মহকুমা স্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হলো হিড়বাঁধে

দেবনাথ মোদক, হিড়বাঁধ, ২৭ জানুয়ারি : মহকুমা স্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হলো হিড়বাঁধে। শনিবার খাতড়া পল্লিম চক্রের ব্যবস্থাপনায় হিড়বাঁধের ফুটবল মাঠে ৩৯ তম মহকুমা স্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার সূচনা এক নতুন খাতড়ার মহকুমাশাসক নেহা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে মহকুমা স্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমাশাসক। তারপরে মশাল দৌড়ের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সূচনা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন খাতড়া মহকুমার প্রাথমিক, নিম্ন বৃন্যিদি বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা ও বিশেষ চাহিলা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ গুপ্তের প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মাতি, বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মূর্মু, খাতড়া পশ্চিম চক্রের এসআই সহেলী চক্রবর্তী, হিড়বাঁধ থানার এসি বর্গালী সরকার, হিড়বাঁধ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, মহকুমা়র বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অভিভাবকরা। হিড়বাঁধ পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তথা প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা সহেলী চক্রবর্তী জানান, মহকুমা স্তরের এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩৪ টি বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানধারিকরা ছাত্র- ছাত্রীদের নিয়ে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান।



শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিসের এসইআর সদর দফতরে ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন।

## বীরভূম জেলা শ্রমিক মেলা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৭ জানুয়ারি : বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে বীরভূম জেলা শ্রমিক মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি ও বস্ত্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্র নাথ সিনহা। ২৭ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই শ্রমিক মেলা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর ও বীরভূম সাংসদ অসিত মাল ও শতাব্দী রাহা। জেলা শাসক বিধান রায়, সিউডি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুর বিধায়ক অভিজিত সিনহা, মুরারী বিধায়ক মোশাররফ হোসেন সহ অন্যান্যরা। এই মেলায় অসংগঠিত শ্রমিকদের কাছে প্রকল্প নিয়ে প্রচার, নাম নথিভুক্তিকরণ এবং সহায়তা প্রদান হয়। এক কোটি উন নব্বই লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ টাকা মোট সাত শত ছয় জনকে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু, স্বাভাবিক মৃত্যু এবং পেনশন সহ প্রতিভেট ফাণ্ড সহায়তা প্রদান করা হয়। সমগ্র রাজ্যে তেইশ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা এক কোটি চৌষটি লক্ষ। সুবিধা প্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি আটান্ন লক্ষ টাকা। মোট আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হলো ২৩৪৭.৬৩ কোটি। শুধুমাত্র বীরভূমে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত নথিভুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা পাঁচ কোটি বাষটি লক্ষ। সুবিধা প্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা এক কোটি পঁচিশ লক্ষ। মোট আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৯২.৫১ কোটি।

## উনা জেলায় স্কুল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী সুখ

শিলদা, ২৭ জানুয়ারি : হিমাচল প্রদেশের উনা জেলায় আচমকাই সরকারি সেকেন্ডারি স্কুল পরিদর্শনে হাজির হন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখ। শনিবার সরকারি স্কুলে হাজির হয়ে তিনি স্কুলের পুরানো আবাসন সারিয়ে তোলার নির্দেশ দেন।সেইসঙ্গে স্কুল প্রাঙ্গনে মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখ বলেন, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (পিডব্লুডি)স্কুল আবাসন মেরামতির সব কাজ করবে তার ফলে পুরায়ো পড়াশোনা করার জন্য একটা ভালো পরিবেশ পাবে। বিদ্যালয়ে খেলার মাঠের জন্য ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন সুখবিন্দ সিং সুখ। গাগরেট বিধানসভা কেন্দ্রে

একদিনের সফরে সুখ সরকারি

স্কুলের সমস্ত ক্লাসরুম পরিদর্শন

করেন। পড়ুাদের আরও কঠোর

পরিশ্রম করার নির্দেশও দেন তিনি।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| E-Tender are invited by the Proddhan, Saguna G.P. Saguna, Kalyani, Nadia vide tender NIT No-E-47/SGP/2024, (Total two scheme) NIT publishing date- 27/01/2024, Time-19.30 & Bid opening Date-12/02/2024, 09.05 hrs. For details please visit http://wbttenders.gov.in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Sd/- Proddhan Saguna G.P</b>                                                     |
| <b>Office of the Daldai Gram Panchayat</b> 964750461<br>VIII: Daldai, PO: Daldai, PS: Hura, Dist.: Purulia<br>Mail: daldaitg@gmail.com, Mob.: 964750461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>Notice Inviting e-Tender No.: 02/DGP/23-24</b> For and on behalf of the Daldai Gram Panchayat, Upa-Pradhan-in-Charge, Daldai Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for 4 (Four)Nos. different works. Last date of submission of Bid (online) up to 4 PM on 02.02.2024. Date of Opening of Tender (online) 05.02.2024 at 12 Noon. For details please visit website at://wbttenders.gov.in                                                                                                                                                                                           | <b>Sd/- Pradhan Daldai Gram Panchayat</b>                                           |
| <b>NIET No.: WB/HWH/AGP/NIET-274, DATED: 24/01/2024</b><br>An e-tender notice for 1 no. work has been published. Details are available in http://wbttenders.gov.in. Bid submission start dt.: 25/01/2024 at 3 P.M. Bid submission closing dt.: 07/02/2024 at 3 P.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sd/- Pradhan Antila G.P.</b>                                                     |
| <b>Office of The Block Development Officer Bishnupur-I Development Block &amp; Bishnupur-I Panchayat Samity Bhasa, South 24 Parganas NOTICE INVITING e-TENDER</b><br>E-tenders are hereby invited by the undersigned for Construction of toilets at AWC at different locations under the jurisdiction of Bishnupur-I Panchayat Samity, Details of which as noted below:- 1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-IEO/NIT-33(30)/23-24, Date: 25.01.2024. 2. Bid submission start date: 27.01.2024. 3. Bid submission closing date: 07.02.2024. Details will be available in the web site at://wbttenders.gov.in | <b>Sd/- Executive Officer Bishnupur-I Panchayat Samity Bhasa, South 24 Parganas</b> |
| <b>Raghunaturepore Gram Panchayat</b> (Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.) Raghunathpur, Hooghly.<br><b>Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com</b><br><b>Memo No.***/RGP/2024</b><br>Raghunathpur Gram Panchayat<br>NIT NO:- 005/RGP/2023-2024 Date:-19/01/2024 Tender ID :- 2024_ZPHD_650124_1 TO 2024_ZPHD_650124_4 Bid submission end date:-30/01/2024 12:00PM Bid opening date:-01/02/2024 12:00PM                                                                                                                                                                                          | <b>Sd/- Proddhan Naity Gram Panchayat</b>                                           |
| <b>Office of The NAITY GRAM PANCHAYAT Chanditala Block-II, Dist-Hooghly</b><br>Notice Inviting Tender no: NIT No: 261/NGP/2024, dated: 25/01/2024 for Execution work is being invited by the Proddhan, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM 25/01/2024. Last date of submission of Tender: 05/02/2024. Date of Opening of Tender: 08/02 2024. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.                                                                                                                                                                      | <b>Sd/- Proddhan Naity Gram Panchayat</b>                                           |
| <b>e-Tender Notice</b><br>Proddhan, Ilambazar Gram Panchayet, Birbhum on behalf of Governor West Bengal invites e-NIT No- 12/IGH/2023-24 dt 27.01.2024 and Tender ID: - 2023_ZPHD_622730_5 (2 nd Call) for GWM works. Works details will be available in the website: wbtenders.gov.in                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sd/- Proddhan , Ilambazar Gram Panchayet</b>                                     |

## ভারতীয় খেলোয়াড়রা সারা বিশ্বে দুর্দান্ত খেলেছে : অনুরাগ ঠাকুর



লখনউ, ২৭ জানুয়ারি : ভারতীয় খেলোয়াড়রা সারা বিশ্বে দুর্দান্ত খেলেছে, শনিবার এই কথা উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি শনিবার লখনউ পৌঁছে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের একথাই বলেন। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর শনিবার একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লখনউ পৌঁছান। বিমানবন্দর অনুরাগকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) নিরিশ যাদব। বিমানবন্দরে পৌঁছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের খেলোয়াড়রা সারা বিশ্বের প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত খেলেছে। উত্তরপ্রদেশে ভালো খেলোয়াড় রয়েছে এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া বিভাগ অনেক পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। তিনি আরও বলেন, ইন্দিরা গান্ধী ফাউন্ডেশনে উত্তরপ্রদেশের খেলোয়াড়দের সম্মান জানানোর একটি অনুষ্ঠান আছে, আমি সেখানে অংশ নিতে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের ক্রীড়া নীতির কারণে উত্তরপ্রদেশে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরি হচ্ছে। ভারতের প্রতিটি রাজ্য থেকে ভালো খেলোয়াড়রা জাতীয় দলে আসছে এবং দেশের খেলোয়াড়রা বিশ্বের বহু দেশ থেকে পদক নিয়ে আসছেন।

## অলিম্পিকের জন্য বিড করবে ভারত : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : অদূর ভবিষ্যতে যাতে ভারতের মাটিতেই অলিম্পিকের আসর বসে, তার জন্য সবরকম সহযোগিতা করবে ফ্রান্সে। ৭৫ তম স্মারাগতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে এসে ভারতকে এমন আশ্বাসই দিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতির স্বার্থে ভারতের সঙ্গে কাঁকে-কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার ইচ্ছাপ্রকাশও করছেন তিনি। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে জুড়িগাড়িতে দিল্লির কর্তব্যপথে কূটকাওয়াঞ্জের অনুষ্ঠানে পৌঁছেছিলেন ম্যাক্রোঁ। সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের পরও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তাঁরা। সেখানেই তিনি জানান, ভারতে যাতে নানা ধরনের খেলার ইভেন্টের আয়োজন করা যায়, সে বিষয়ে তিনি সাহায্য করবেন। তাঁর এধেনে বক্তব্যেই স্পষ্ট যে ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে আগ্রহী তিনি। সাম্প্রতিক অতীতে ক্রীড়াঙ্গণে একাধিক ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে ভারত। অলিম্পিকে সোনা জয় থেকে এশিয়ান গেমসে পদকের সেপ্তধি, বিশ্ব ক্রীড়া মানচিত্রে ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে দেশের নাম। আর ভবিষ্যতে যাতে আ্যাথলিটার আরও সাফল্য পান, তা সুনিশ্চিত করতে পাশে দাড়িয়েছেন ম্যাক্রোঁ। ফরাসি প্রেসিডেন্টের কথাষ, ক্রীড়াক্ষেত্রে আপনাদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার বন্ধন আরও মজবুত করতে চাই। আপনারা ভবিষ্যতে অলিম্পিকে গেমসের আয়োজন করতে চান। এতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরই ২৬ জুলাই থেকে ফ্রান্সের মাটিতে শুরু অলিম্পিক। চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। এদিকে, কিছুদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন, ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের জন্য বিড করতে আগ্রহী দেশ। তার পরই ম্যাক্রোঁ এধেনে প্রতিশ্রুতিতে আশার আলো দেখছে ভারত। উল্লেখ্য, শুক্রবারই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জানান, আগামী ৬ বছরের মধ্যে সেদেশে ৩০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়াকে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হবে। ভারতীয় পড়ুয়ারা যাতে ফরাসি ভাষা শিখে সেদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়, তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করবে ম্যাক্রোঁর প্রশাসন।

# আজ সুপার কাপের ফাইনাল, ৩ ফেব্রুয়ারি আইএসএলের প্রথম ডাবি

২৭ জানুয়ারি : আইএসএল ডাবির দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হল। ৩ ফেব্রুয়ারি আইএসএলের প্রথম ডাবি। ফিরতি ডাবি হবে ১০ মার্চ। দুটো ডাবিই হবে সন্ধ্য সাতে। সাতায়। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বল গড়াবে বাঙালির চিরআবেগের ডাবি। সুপার কাপের ডাবি শেষ হওয়ার পরেই ভক্তদের জিজ্ঞাসা ছিল কবে হবে আইএসএলের ডাবি। আইএসএলের তরফে ক্রীড়াসৃষ্টি জানিয়ে দেওয়া হল। তাতে দেখা যাচ্ছে পরপর দুমাসে দুবার দেখা হবে ইস্ট-মোহনের। গতবছর ২৮ অক্টোবর কলকাতা ডাবি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক সমস্যার জন্য সেই ম্যাচ স্থগিত করা হয়। রক্তের গতি বাড়িয়ে দেওয়া সেই ম্যাচেরই দিনক্ষণ এদিন জানান হল। প্রথম ডাবিটি মোহনবাগানের হোম ম্যাচ। ফিরতি ডাবিটি ইস্টবেঙ্গলের হোম ম্যাচ।

আইএসএল ফের শুরু হচ্ছে ৩১ জানুয়ারি থেকে। এখনও পর্যন্ত ১২ রাউন্ড হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত

সব দলের ১২টি করে ম্যাচ খেলা হয়নি। কেউ খেলেছে দশটি ম্যাচ।

খেলা হয়ে গিয়েছে। এদিকে সুপার কাপও পৌঁছে

ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে ফাইনালে। সুপার কাপ শেষ হলই



আবার কেউ খেলেছে ১১টি ম্যাচ। সাতটি দলের ১২টি করে ম্যাচ

গিয়েছে শেষ ল্যাপে। ২৮ জানুয়ারি সুপার কাপের ফাইনাল। ইস্টবেঙ্গল

বল গড়াবে আইএসএলের। ইস্ট-মোহনের প্রথম ম্যাচটিই ডাবি।

## ‘ভারতকে তৃতীয় রাউন্ডে নিয়ে যাবই’, আশাবাদী স্টিমাচ

২৭ জানুয়ারি : এশিয়ান কাপে গ্রুপ পর্বে হারের হ্যাটট্রিকের পরও ভারতীয় দলের ভবিষ্য নিয়ে আশাবাদী জাতীয় কোচ ইগর স্টিমাচ। সামনেই বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ। ভারতের গ্রুপে কাতার, কুয়েত আর আফগানিস্তান রয়েছে। প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল পরবর্তী রাউন্ডে যাবে। স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগিতার একটি ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে থাকা সুনীল ছত্রীয়ার পরের রাউন্ডে যাওয়ার আশা এখনও রয়েছে। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে মার্চে ভারত হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। এরপর জুনে কুয়েতের বিরুদ্ধে খেলা। এশিয়ান কাপে হারের হ্যাটট্রিকের পর যখন তারা গিয়েছিল হতাশায় ভেঙে পড়বেন সুনীল ছত্রীয়া, ঠিক তখনই আশার বাণী ভারতীয় কোচের গলায়। তিনি

বলেন, আগামী ১২ মাসে আমি ভারতকে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে নিয়ে যাব। সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তবে দ্রুত



ভারতীয় ফুটবলে আরও লগ্নি প্রয়োজন। একইসঙ্গে বিদেশি কোচদের এনে এখানকার ফুটবল আকর্ষণীয় করার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তবে উন্নতি রাতারাতি সম্ভব নয়। সবাইকে ধৈর্য ধরতে

হবে। মঙ্গলবার সিরিয়ার কাছে ০-১ গোলে হারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্টিমাচ বলেন, আমাদের পরিকল্পনা ছিল গোল না খেয়ে যাট মিনিট পর্যন্ত ম্যাচ ধরে রেখে তারপর পরিবর্ত ফুটবলারদের দিয়ে ভালো কিছু করা। কিন্তু সেই পরিকল্পনা খার্টেনি। এই স্তরের প্রতি যোগিতায় আমরা ভালো ফল করলেও স্টুইই কারার সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। এশিয়ান কাপ থেকে

নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী মেলে ধরতে পারেনি। যদিও আমি জানি ওরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার আগ্রাণ চেষ্টা করেছে। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় নামার আগে প্রস্তুতি হিসাবে উন্নতমানের দলের সঙ্গে নিয়মিত খেলা উচিত আমাদের। এই বার্থতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যোগ করেন, ভারত এখনও পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। আমরা যদি বয়সভিত্তিক স্তরে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারি তাহলে সিনিয়র পর্যায়ে ভালো ফল আশা করা কঠিন। আমাদের বয়সভিত্তিক স্তরে আরও ভালো ভালো প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া উচিত। বিশেষ করে ১৭ ও ১৮ বছর বয়সের ফুটবলারদের জন্য। ওরা শিশুক কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয়।

## টেস্ট খেলা প্রথম বাঙালি প্রবীর সেনের মৃত্যুবার্ষিকী আজ

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : টেস্ট খেলা প্রথম বাঙালি প্রবীর সেনের মৃত্যুবার্ষিকী আজ। যিনি খোকন সেন নামেও পরিচিত। জন্ম-৩১ মে ১৯২৬, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা। বাংলার এই প্রতিভা হচ্ছেন ভারতের হয়ে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা বাঙালি। ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি ছিল সেই ক্ষণ। সেবার ডন ব্র্যাডম্যানের শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মেলবোর্ন টেস্ট খেলে যিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে উইকেটরক্ষক, ডানহাতি ব্যাটার ও অকেশনাল বোলার। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল এই সময়ের মধ্যে টেস্ট খেলেছেন ১৪টি। ব্যাট হাতে সুবিধা করতে পারেননি। এ ফরমেটে তার রান সংখ্যা ১১.৭৮ গড়ে ১৬৫। বরং উইকেটকিপার খোকন বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন। তার বুলিতে ক্যাচ আছে ২০টি। স্ট্যাপিংয়ের সংখ্যা ১১টি। ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রবীর সেনের ক্যারিয়ারে রয়েছে ৬টি সেঞ্চুরিসহ ২৬.২৪ গড়ে ২৫৮০ রান। তার গ্ল্যাভসে ধরা ক্যাচ সংখ্যা ১০৮। আর স্ট্যাপিংয়ের কৃতিত্ব

পড়েন মাধব মন্ত্রী, ইব্রাহিম মাকা ও বিজয় রাজিন্দর নামের। টিম নির্বাচকেরা এই পজিশনে খুঁজছিলেন অলরাউন্ডার। কিপার হিসেবে তিনি দুর্দান্ত হলেও ব্যাটে তার রান ছিল না। কিন্তু ভারতের



ক্রিকেট মরসুম। এই বঙ্গসন্তানের এমন রেকর্ড আর কোনো ভারতীয় উইকেটকিপারের নেই। প্রবীর সেনের সময়ে উইকেটরক্ষক পজিশনে ভারতীয় দলে ছিল তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তিনি প্রতিযোগী হয়ে

মাটিতে ওয়েস্টইন্ডিজ ট্র্যারের পর তিনি জাতীয় টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েন। কিন্তু হতাশ হয়ে পড়েননি তিনি। ভালো পারফরমেন্স দেখাতে থাকেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে। ১৯৫০-৫১ মরসুমে বিহারের

বিপক্ষে খোকন সেন ক্যারিয়ারের সেরা ১৬৮ রানের এক ইনিংস খেলেন। নবম উইকেট জুটিতে জ্যোতিষ মিত্রের সঙ্গে করেন ২৩১ রান। যে সংগ্রহ এখন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১১তম সেরা নবম উইকেট জুটির রেকর্ড। প্রবীর সেনের বোলিং ক্যারিয়ারও উল্লেখযোগ্য। তার আছে একটি হ্যাটট্রিকসহ ৭টি প্রথম শ্রেণির উইকেট। সব মিলিয়ে উত্থান-পতনে ঠাসা অনন্য এই বাঙালি ক্রিকেটারের ক্যারিয়ার। আজকের দিনে অনন্তলোকে পাড়ি জমানোর মুহূর্তেও ক্রিকেট নিয়ে মগ্ন ছিলেন প্রবীর সেন। জাতীয় দল ও প্রথম শ্রেণির ম্যাচ থেকে তখন তিনি অবসরে। কলকাতার ক্লাব ক্রিকেট মাতিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৭০ সালের ২৭ জানুয়ারি এক ম্যাচে স্মরণে মাঠে স্ট্রোক হয় তার। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু ৪৪ বছর বয়সেই তার নক্ষত্রাসন্ন জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এই প্রবীর সেনের স্মরণেই কলকাতায় প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় পি সেন ট্রফি। কলকাতার ক্লাব ক্রিকেটের সম্মানজনক আসর এটি।

## ব্রাজিলের হয়ে উড়ছেন ১৬ বছরের এনদ্রিক রিয়াল মাদ্রিদই হতে যাচ্ছে তাঁর নতুন ঠিকানা

২৭ জানুয়ারি : কিছুদিন ধরেই আলোচনায় ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের নতুন বিষয়বালক এনদ্রিক কেবিলিপে। ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবলে আলো ছড়িয়েই আলোচনায় আসেন এখনো কৈশোরের বৃত্তে থাকা এ স্ট্রাইকার। ২০২২ সালের পালমেরাইসের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলাদাতা (১৬ বছর ৬ মাস ৪ দিন) হয়ে আলো কেড়েছিলেন এনদ্রিক। এরপর তাঁর প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাব আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদই হতে যাচ্ছে তাঁর নতুন ঠিকানা। রিয়াল তাকে সই করলেও বয়স ১৮ পূর্ণ না হওয়ায় এখনই ক্লাবটিতে যোগ দিতে পারেননি। আগামী জুলাইতে ১৮ বছর পূর্ণ করেই অনুষ্ঠানিকভাবে রিয়ালে যোগ দেবেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের নতুন এই তারকা। আপাতত অলিম্পিক

বাছাইয়ে নিজের ঝলক দেখাচ্ছেন এনদ্রিক। এর মধ্যে টানা দুই ম্যাচে দেশের জার্সিতে পেয়েছেন গোলও।



অলিম্পিক বাছাইয়ে বলিভিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে তাঁর গোলেই ১-০ ব্যবধানে জিতেছে ব্রাজিল। কলম্বিয়ার বিপক্ষে গতকাল রাতে ব্রাজিলের ২-০ গোলের জয়েও

প্রথম গোলটি এসেছে এনদ্রিকের কাছ থেকে। ম্যাচে তাঁর গোলেই শুরুতে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। পরে

সেই বল পেয়ে সতীর্থ কেনেডির নেওয়ার শট ফিরিয়ে দেন কলম্বিয়ান গোলরক্ষক। কিন্তু ফিরতি বল কাছাকাছি জায়গা থেকে জালে জড়িয়ে দলকে এগিয়ে দিতে ভুল করেননি এনদ্রিক। শুধু গোল করাই নয়, উদ্যাপন দিয়েও আলোচনায় এসেছেন এই ব্রাজিলিয়ান। গোলের পর দৌড়ে গিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে দারুণ এক নাচে উদ্যাপন করেছেন। গোল উদ্যাপনের সময় প্রেমিকার ছবিও করে দেখান এই স্ট্রাইকার। ব্রাজিলের জার্সিতে এনদ্রিকের নাম দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখে নিশ্চয় আলাদাভাবে কৃতি পাবে রিয়াল মাদ্রিদ। আগামী মৌসুমে নিশ্চয় তাঁর কাছ থেকে এমন আওনে পারফরম্যান্স এবং উদ্যাপন দেখতে চাইবে তারা। অলিম্পিক বাছাইয়ে ব্রাজিল নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে ২৯ জানুয়ারি রাতে। সে ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর।

## ব্যাটারদের পরে বাংলার বোলারদের দাপটে উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে অসম

২৭ জানুয়ারি : ব্যাট হাতে জ্বলতে গতকালই দেখা গিয়েছে। এবার বল হাতে জ্বলে উঠলেন বাংলার বোলাররা। বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গিয়েছিল ৪০৫ রানে। দ্বিতীয় দিনের শেষে অসম ব্যাট করতে নেমে বিপর্যস্ত। দ্বিতীয় দিনের শেষে অসমের রান ৮ উইকেটে ৯৯। বাংলার মহম্মদ কাহিল ও সুরষ তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। অঙ্কিত মিশ্র নেন ২টি উইকেট। আগের দুম্যাচে অবহাওয়া ভুগিয়েছে বাংলা শিবিরকে। তাই বাংলা কিছুটা হলেও চাপে। নক আউটের আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে এখন কমপক্ষে দুটো ম্যাচে সরাসরি জিততেই হবে। অসমের বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্টের লক্ষ্য নিয়েই খেলাতে নেমেছে বাংলার ব্রিগেড। সেই পথেই এগোচ্ছে তারা। অসমের দীপেশ দাস সবোর্ধ ৫০ রান করেন। তার পরেই উল্লেখযোগ্য রান রয়েছে সাহিল জৈন। তিনি অপরাজিত রয়েছেন ৩৬ রানে। এর আগে বাংলার ব্যাটারদের দাপট



চলে। মনোজ তিওয়ারি সেপ্তধি পান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার রানও করে ফেললেন মনোজ তিওয়ারি। মনোজ ও অনুষ্টপ মজুমদারের জোড়া সেপ্তধি এবং করণ লাল ও সুরষ সিন্ধু জয়সওয়ালের ব্যাটে ভর করে বাংলা প্রথম ইনিংসে করল ৪০৫ রান। গতকাল একসময়ে দ্রুত চার উইকেট হারিয়ে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল বাংলা। কিন্তু বাংলার দুই নির্ভরযোগ্য ব্যাট অনুষ্টপ মজুমদার ও মনোজ তিওয়ারি কণ্ঠে দাড়ান। অনুষ্টপ শুক্রবারই সেপ্তধি হারিয়েছিলেন। এই দুই বহু স্তরের সৈনিকের জন্যই প্রথম দিনের শেষে বাংলার রান ছিল ৪ উইকেটে ২৪২ রান। ১২০ রানে অপরাজিত ছিলেন অনুষ্টপ। মনোজ

অপরাজিত ছিলেন ৬৮ রানে। দ্বিতীয় দিন অবশ্য অনুষ্টপ খুব বেশি রান জুড়তে পারেননি। এদিন ১২৫ রানে আউট হন অনুষ্টপ। তিনি ফিরে গেলে বাংলাকে টানার কাজ করেন অধিনায়ক মনোজ সেপ্তধি হাঁকান। তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার ছোয়ার পরেই আউট হয়ে যান বাংলার অধিনায়ক। তাঁর আগে বাংলা থেকে তিন জন ক্রিকেটার

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার রান করেছিলেন। পঙ্কজ রাধ, অরুণ লাল ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরে মনোজ তিওয়ারি চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের সন্দস্ব হলেন। মনোজ যখন ফিরে যান তখন বাংলার রান ছিল ৭ উইকেটে ৩০৭। তার পরেও বাংলা যে চারশো রানের গণ্ডি অতিক্রম করল তার পিছনে রয়েছে করণ লাল ও সুরষ সিন্ধু জয়সওয়ালের অবদান। দুজনেই ৫২ রান করেন। আর তার ফলে বাংলা চারশোর গণ্ডি অতিক্রম করে। তার পরে বল হাতে চলে বাংলার বোলারদের দাপট। অসম পিছিয়ে ৩০৬ রানে। সাত পয়েন্টের হাতছানি বাংলার সামনে।

## অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ইতিহাস বোপন্নার

২৭ জানুয়ারি : বয়স নিতান্তই একটা সংখ্যামাত্র। ভারতের রোহন বোপন্না কেরিয়ারের সায়াছে পৌঁছে সেই আশুবারকাটাই প্রাণ করলেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের বিজয়কেনন উড়ল। কেরিয়ারের শেষলগ্নে এসে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম (পুরুষ ডাবলস) জিতে নিলেন ভারতের রোহন বোপন্না। শনিবার ম্যাথু এবডেনকে সঙ্গে নিয়ে ইতিহাস গড়লেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ায় জিতে ওপেন যুগে বয়স্কৃতন খেলোয়াড় হিসেবে গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ের নজির গড়লেন রোহন বোপন্না। ফাইনালে বোপন্না-এবডেনে ৭-৬ (৭-০), ৭-৫-৫ ইটালিয়ান জুটি সিমোনে বোলেল্লি এবং আলেক্সে ভাভাসেরিকে হারিয়ে খেতাব জিতে নেন। গত কয়েকটা দিন স্বপ্নের মতো গিয়েছে বোপন্নার। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনাল পৌঁছে ইতিহাস গড়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি বয়সে ডাবলসে বিশ্বের এক নম্বর হওয়ার রেকর্ড বুলিতে ভরে ফেলেছিলেন তিনি। তার পরই পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হন ৪৩ বছরের তারকা। আর শনিবার তো খেতাবই জিতে নিলেন। বোপন্না বুঝিয়ে দিলেন হাল ছাড়লে চলবে না। বারবার চেষ্টা করে গিয়েছেন। সাফল্যের দরজা খুলতে পারেননি তিনি। অস্ট্রেলিয়া তাকে খালি হাতে ফেরায়নি। এর আগে ২০১০ এবং ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের



জেভেন তিনি। এদিন উইনিং শাটটা মারার পরে বোপন্নার শরীরী ভাষা বলে দিচ্ছিল সব। দেখা গেল চেস্ট বাপ্পা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সপ্নম্ব স্বর্গে বিচরণ করলেন রোহন বোপন্না। এই দিনটারই বোধহয় অসম্ভব ছিলেন তিনি। বোপন্নাকে বলতে শোনা গিয়েছে, টেনিস খেলছি, এটাই সুখকর মুহূর্ত। যন্ত্রণা-চোটাইন অবস্থায় খেলতে পেরেছি এটাও দারুণ ব্যাপার। বিশ্বের একনম্বর হিসেবে খেলেছি এটাও দারুণ আনন্দের মুহূর্ত। আমি প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। আজ আমি যেখানে, তার জন্য গর্বিত।

## মেসির মায়ামি এখন এমএলএসের তৃতীয় দামি ক্লাব

মায়ামি, ২৭ জানুয়ারি : মেসির হাত ধরে ইস্টার মায়ামি ইতিহাসে প্রথম ট্রফি জিতেছে। বিশ্ব ফুটবলে লিগনেল মেসি নামের ওজন যে কতখানি, তা বলে দেওয়ার কিছু নেই। মেসি যেখানেই যান, প্রচারের আলো এসে পড়ে সেখানেই। বিজ্ঞাপনের প্রধান মুখও হয়ে ওঠেন তিনি। ইস্টার মায়ামি মেসির আলোয় মাঠ ও মাঠের বাইরে আলোকিত হতে শুরু করেছে। আর্জেন্টাইন এই

তারকার সৌজন্যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটি পেল আরেকটি সুখবর।



মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) সবচেয়ে দামি ক্লাবের তালিকায়

তিনে উঠে এসেছে মায়ামি। খেলাধুলার তথ্য-উৎপাদ নিয়ে গবেষণা করা প্রতিষ্ঠান 'স্পোর্টসকো' এ তথ্য জানিয়েছে। বর্তমানে ইস্টার মায়ামির বাজারমূল্য ১০২ কোটি ডলার। মিয়ামির ওপর আর যে দুটি দল আছে আছে তারা হল লস অ্যাঞ্জেলেস একসি (১১৫ কোটি ডলার) ও আটলান্টা ইউনাইটেড (১০৫ কোটি ডলার)। এখন বিষয়টি লক্ষ্যনীয়।

# সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • ১ জানুয়ারি ২০২৪

## হৃদয়ের মেরামতি

- কাতার, ভয়, মানসিক চিন্তা...
- মহিলা এবং কানসার - কিছু সহজ সতর্কতা...
- জরায়ু কানসার প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়
- তামাক : ভারতীয় সমাজের জন্য অভিশাপ
- হার্টের ভালবের সমস্যায় হৃদরোগ
- খাদ্যনালীর ক্যান্সার চিকিৎসায়...
- নতুন বছরে আপনার হৃদির যত্নগা ভুলে যান
- হার্টের অসুখ প্রতিরোধে সার্বিক সতর্কতা
- হৃদরোগের রিস্ক ফ্যাক্টর
- হৃদয়ের মেরামতি করতে খাদ্যাভ্যাস

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন